NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মকর সংক্রান্তির কুম্ভমেলার সঙ্গে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র অপূর্ব সম্মিলন

শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে ইস্পাত কারখানা চালু, দাবি আইএনটিটিইউসির ৬

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ ১ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.1.2024, Vol.17, Issue No. 215, 8 Pages, Price 3.00

নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল গঙ্গাসাগর

হাড়কাঁপানো ঠান্ডা উপেক্ষা করে পুণ্যস্নান এক কোটি পুণ্যার্থীর

ছবি: অদিতি সাহা

বিপ্লব দাস ● গঙ্গাসাগর

নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল গঙ্গাসাগর। হাড়কাঁপানো ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করেই এবার মেলায় সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে পুণ্যস্নান সারলেন এক কোটি পুণ্যার্থীর। সোমবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত এক কোটি পুণ্যার্থীর পুণ্যস্নান করেছেন, জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রবিবার মধ্যরাত থেকেই সংক্রান্তির স্নান শুরু হয়। সোমবার ভোরে ঘন কুয়াশার মধ্যে, গঙ্গাসাগর মেলায় আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরদ্বীপে ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জন করেন। এদিন সূর্য ওঠার আগেই ভক্তরা ভিড় জমাতে শুরু করেন কপিল মুনি মন্দিরে। বিশাল জনসমাগম সামাল দিতে সাগরদ্বীপের চারপাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'এ বারের মেলায় সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে। প্রায় এক কোটি পুণ্যার্থী সাগর মেলায় অংশ নিয়েছে সোমবার ৩টে পর্যন্ত। বিভিন্ন রাস্তায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থী সাগরমুখী। মুখমন্ত্রী সাগর মেলাকে জাতীয় মেলার ঘোষণা করার জন্য চিঠি দিয়েছেন। তাও কেন নীরব কেন্দ্রীয় সরকার? কেন সাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করতে পারল না।'

প্রতিবারের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলায় দশ হাজারের বেশি পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী স্নানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে বজবজের বাসিন্দা মোহন প্রসাদের মৃত্যু হয়েছে। বজবজ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও টাউন সভাপতি অভিষেক সাউয়ের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়। সাগরের রুদ্রনগর হাসপাতালে পুণ্যার্থীর মোহন প্রসাদের খোঁজ মেলে। মৃতের পরিবারের তরফে পুলিশি তৎপরতার প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া সাগরে গুরুতর অসুস্থ সাত জন তীর্থযাত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের বিপুল মালপত্রও হারিয়ে গেছে। চুরি ও পকেটমারের ঘটনাও আগের মতোই। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে সোমবার পর্যন্ত ৭৫২ জনকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ দিন পর্যন্ত ৩৪১টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে। সাগরে আসা ১২,৮৭৩ জন তীর্থযাত্রী তাঁদের আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ১২,৮৭১৭ জনকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী শনিবার সন্ধে থেকেই সাগরে হাজির হয়ে মেলা পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ আবাসন ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, দমকল দপ্তরের মন্ত্রী সুজিত বসু এবং রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবার মেলা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে সাগরে রয়েছেন।

পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'মেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য ৩৮টি নৌযান ও একশোটি লঞ্চ চলছে। গঙ্গাসাগর মেলার পুরো এলাকা জলজ হওয়ায় এবার পুণ্যার্থীদের সাগর দ্বীপে আনার জন্য ৩৮টি ভেসেল ও একশোটি লঞ্চ চলাচল করছে।'

এবার কুয়াশা মোকাবিলায় অ্যান্টি ফগ লাইটের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। পুরো মেলা এলাকায় ৪৩টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বজরং পরিষদ-সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। সিভিল ডিফেন্স কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলায় ৪০০ জন সিভিল ডিফেন্স ফোর্সের কর্মীরা রয়েছেন। একটি মেগা কন্ট্রোল রুম ও একটি পুলিশ কন্টোল রুম আছে, যেখান থেকে গঙ্গাসাগর মেলা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বেলায় গঙ্গাসাগরের তটে স্বচ্ছ অভিযানে অংশ নেবেন একাধিক মন্ত্রী।

সন্দেশখালি মামলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাণ্ডে ইডির করা মামলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের। বিচারপতির প্রশ্ন, অভিযুক্ত তিনহাজার, গ্রেপ্তার মাত্র চারজন কেন? সৎ বিচারের ইচ্ছে থাকলে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ আদালতের। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, তিনহাজার নয়, অভিযুক্ত ৮০০ থেকে ১ হাজার।

এদিন কেস ডাইরি না আনায় প্রথমেই হাইকোর্টের ক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। এমন মামলায় কেস ডাইরি না দেখে কোনও অর্ডার দেওয়া যায় না, এমনই মন্তব্য করেন বিচারপতি। আগামিকাল কেস ডাইরি আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারি নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেন বিচারপতি। এজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সৎভাবে বিচারের ইচ্ছে থাকলে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করুন। এদিন আদালতে ইডির আইনজীবী জানান,

শংকর আঢ্য ও শেখ শাহজাহানের নাম পাওয়া যায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সূত্রে। সেখানে তাল্লাশিতে গেলে হামলা হয় ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে। উলটে ইডি অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়। এই গোটা ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এদিন জানান, মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পর আদালত প্রশ্ন করে, এখন কে তদন্ত করছে? অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, লোকাল পুলিশ তদন্ত করছে ডিএসপি'র নেতৃত্বে। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, তিন হাজার অভিযুক্ত চার জন গ্রেপ্তার কেন? অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, তিনহাজার নয়, ৮০০ থেকে ১০০০ অভিযুক্ত। বিচারপতি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বলেন, ৩০৭ ধারা কেন যোগ হয়নি? এখনও কেন ন্যাজাট থানার পলিশকে তদন্তে রাখা হয়েছে? এতদিনেও মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়নি। সব ঘটনার পরে পুলিশ আদৌ সেই বাড়িতে ঢুকেছিল কিনা সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি।

নিখোঁজের ১০ দিন পর হাইকোর্টে শাহজাহান!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নিখোঁজ শেখ শাহজাহান। আইনজীবী মারফত শাহজাহান হাইকোর্টকে জানান, তিনি সন্দেশখালির মামলায় যুক্ত হতে চান। কারণ, তিনি চান এই ঘটনায় তাঁর বক্তব্যও শোনা হোক।

ইডির আইনজীবী এসভি রাজু এবং ধীরাজ ত্রিবেদী সন্দেশখালির ঘটনার সিবিআই তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। সোমবার সেই মামলাতেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শাহজাহানের আইনজীবী। তিনি বলেন, তাঁর মক্কেলও ওই মামলায় যুক্ত হতে চান। যদিও আদালত এই আবেদনে পাল্টা ভর্ৎসনা করেন শাহজাহানের আইনজীবীকেই।

গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হন ইডির আধিকারিকেরা। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ওই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ইডির আধিকারিকেরা সন্দেশখালির সরবেরিয়া গ্রামে শাহজাহানের বাড়ির সামনে দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও দরজা খোলা হয়নি। যদিও ইডি মোবাইল টাওয়ারের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখতে পায় শাহজাহান তাঁর বাড়ির ভিতরেই আছেন। ইডির আধিকারিকেরা এর পর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন হাজার খানেক গ্রামবাসী। ইট, পাথর, লাঠি নিয়ে তাঁরা চড়াও হন ইডি কর্তাদের উপর। ওই ঘটনায় জখম হন তিন ইডি কর্তা। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি করাতে হয়। এর পরই সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করে ইডি।

এক নজরে

রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল করা হল। রাজ্যের দমকল বিভাগের ডিজি হলেন সঞ্জয় মুখার্জি। অপরদিকে রাজ্যের দমকল বিভাগের দায়িত্বে থাকা বর্তমান ডিজি রনবীর কুমারকে বদলি করা হয়েছে রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রশাসক পদে। এছাড়া মূলত এসডিপিও এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে রদবদল ঘটানো হয়েছে। মোট ৭৯ জন আইপিএস পদে সোমবার রদবদল ঘটিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

মুর্শিদাবাদ লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অসীম খানকে, রানীগঞ্জের অতিরিক্ত সুপার সদর পদে এবং বিধাননগর কমিশনারেটের অতিরিক্ত চারু শর্মাকে সুন্দরবনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর পদে, এসডিপিও সিদ্ধার্থ ধাপলাকে রানাঘাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে বদলি করা হয়।

ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জিকে পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে, ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলকে দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে এবং ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও, জলপাইগুড়ির ডেপুটি এসপি ডিআইবি, হলদিয়ার এসডিপিও, জঙ্গিপুরের এসডিপিও, মালদার চাঁচলের এসডিপিও, কালিম্পং গোরু বাথানের এসডিপিও, ফারাক্কা জঙ্গিপুরের এসডিপিও-সহ ৭৯ জনকে বদলি করা হয়েছে।

নজরে শংকর আঢ্যর লেনদেন, শহরের ৪ জায়গায় হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আবারও ইডির হানা। সোমবার সকালেই এবার একসঙ্গে ৪টি জায়গায় হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। এর মধ্যে রয়েছে বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা এই মামলায় ইতিমধ্যেই ধৃত শংকর আঢ্যর অফিস, তেমনই রয়েছে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে তাঁর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অরবিন্দ সিংয়ের অফিসও। সেক্টর ফাইভের ওই অফিসের ১২ তলায় চলে তল্লাশি। এই তল্লাশি চলাকালীন গোটা চত্বর ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এদিন 'মারকুইস স্ট্রিট'-এ শংকরের আঢ্যর ফ্ল্যাটে হানা দেন ইডি-র আধিকারিকেরা। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, ৫ বছর আগেও সস্ত্রীক শংকর আঢ্য থাকতেন এখানে। শুধু তাই নয়, এই এলাকায় শংকর আঢ্যর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে নামডাক ছিল। ইডি সূত্রে খবর, কলিন স্ট্রিটে অবস্থিত 'ত্রিনয়নী ফোর এক্স প্রাইভেট লিমিটেডের' অফিসেও হানা দেন তাঁরা। এই কোম্পানির সঙ্গে যোগ রয়েছে শঙ্করের। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই কোম্পানির মাধ্যমেও নগদে টাকা জামা পড়েছে ভারতীয় মুদ্রায়। জানা গিয়েছে, এই অফিসটি শংকর আঢ্যর ভ্রাতৃবধূ তানিয়া আঢ্য ও বাপ্পা রায়ের।

এর পাশাপাশি 'আসিফা' নামে একটি গেস্ট হাউজে তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকেরা। অপরদিকে চৌরঙ্গিতে অবস্থিত শংকর আঢ্যর আরও একটি অফিস। নাম 'এসআর আঢ্য ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেডট' সেখানেও তল্লাশি চালান গোয়েন্দারা। ইডি সূত্রে খবর, এই কোম্পানির ডিরেক্টর শংকর ও তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্য।

একইসঙ্গে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের আরএস মোড়ে সিটকো গ্লোবাল টাওয়ারের বারো তলায় সিএএসকেবি চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্টের অফিসেও হানা দেন ইডি আধিকারিকেরা। সূত্রে খবর, এই সংস্থা খালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নয়। ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার, ট্যাক্স অ্যাডভাইজার, এবং কোম্পানি তৈরি করতে পরামর্শ দেয়। কোম্পানির অন্যতম মালিক সুনীল ভার্মা এবং অরবিন্দ সিং। ভারতের বিভিন্ন শহরে এই সংস্থার শাখা আছে দিল্লি, রাঁচি, বেঙ্গালুরুতে। এই রাজ্যের খড়গপুর, জঙ্গিপুরে শাখা আছে। তল্লাশির পাশাপাশি সংস্থার মালিক এবং কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ওই অফিসের তলায় মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। সঙ্গে মোতায়েন করা হয় মহিলা জওয়ানদেরও।

অন্যদিকে, নিউ মার্কেটের কাছে চৌরঙ্গি লেনে এসআর আঢ্য ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসেও চলে ইডি-র অভিযান। এটি শংকর আঢ্যর ফোরেক্স কোম্পানি বলে দাবি ইডির। আগের দিন এই অফিস সিল করে দিয়ে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, শংকর আঢ্যর এই ফোরেক্স কোম্পানির মাধ্যমে রেশন দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। কালো টাকা সাদাও করা হয়েছে শংকরের এই কোম্পানির মাধ্যমেই। ইডির দাবি ফোরেক্স কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা বিনিময় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়নি।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে একটি মেরুন ডায়েরি। তাতে পাওয়া বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলেই দাবি ইডি সূত্রে। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ওই ডায়েরিটি। ইডি সূত্রে খবর, তাতে পাওয়া গিয়েছে লেনদেনের হিসেব। সূত্র মারফৎ আরও জানা গিয়েছে, অভিজিৎ দাস ইতিমধ্যেই বয়ান দিয়েছেন যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশেই টাকা নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে এর আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। লাগাতর তদন্তের মধ্যে দিয়ে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তবে এখনও কোনও খোঁজ নেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের। তাঁর বাড়িতে তদন্তের কাজে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের। আহত হন ৩ ইডি আধিকারিক।

হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে বুধে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ থেকে বদলাবে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। হাড়কাঁপানো শীতে কাবু উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ। এরইমধ্যে বৃষ্টির কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরের হাই প্রেশার জোন থেকে জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকবে পূবালি হাওয়ায় ভর করে। অন্যদিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসে ঝাড়খণ্ডের কাছাকাছি অবস্থান করবে। এই দুই বিপরীত হাওয়ার সংস্পর্শে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়। এর জেরে মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। এই তালিকায় রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান,পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলির মতো দক্ষিণের বেশ কিছু জেলা। এছাড়া দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, এবং নদিয়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সোমবার পৌষ সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকে কলকাতা। সোমবার কলকাতায় কুয়াশার দাপটে দৃশ্যমানতা তলানিতে পৌঁছয়। দমদমে দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটারের নিচে। ঘন কুয়াশা চাদরে ঢাকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও। রাত আড়াইটায় দৃশ্যমানতা নেমে যায় ২৫ মিটারে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় দৃশ্যমানতা পৌঁছয় ১৫০ মিটারে। এরপর সকাল ৮ টায় দৃশ্যমানতা ৩০০ মিটারে পৌঁছায়। এদিন পাহাড়ি এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দার্জিলিংয়ে, ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার রাত থেকে উত্তর পশ্চিমের হাওয়ার দাপট কমতে থাকবে।

জানুয়ারিতেই ফিরতে পারে করোনার ঢেউ!

বেজিং, ১৫ জানুয়ারি: ফের আসতে চলেছে করোনার নতুন ঢেউ। চলতি মাসের শেষেই ফের আক্রান্তের সংখ্যা আকাশছোঁয়া হতে পারে এবং ফিরে আসতে পারে মহামারি। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করছে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুনরায় করোনা-বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছে এনএইচসি।

এনএইচসি-র মুখপাত্র মি ফেং জানান, নতুন বছরের শুরু থেকে হাসপাতালগুলিতে জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমেছে। তবে ১ জানুয়ারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হাসপাতালগুলিতে কোভিড পরীক্ষার হার ১ শতাংশের কম ছিল। জেএন.১ ভ্যারিয়ান্টের স্ট্রেন ক্রমশ দাপট বাড়াচ্ছে এবং সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মি ফেং।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শীত ও বসন্ত মরশুমে সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ে। তবে ক্রমাগত জেএন.১ ভ্যারিয়ান্টে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ঘরোয়া ইনফ্লুয়েঞ্জায় সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নগামী বলে জানাচ্ছেন চিনের ন্যাশনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারের প্রধান তথা ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ওয়াং দায়ান। তাই করোনার বাড়বাড়ন্তের আগাম সতর্কতা হিসাবে মাস্ক পরা, ভ্যাকসিন নেওয়ার উপর জোর দিচ্ছেন তিনি।

কোভিডের নতুন ঢেউ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ঠেকাতে সকলকে মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা ও কো-মর্বিডিটি রয়েছে, এমন রোগীদের বিশেষ সতর্কতা মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন মি। অন্যদিকে, হাসপাতালগুলিতে ওষুধ, অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

অন্যদিকে, ৫ সপ্তাহের বাড়বাড়ন্তের পর অবশেষে ভারতে করোনা গ্রাফ কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে, সংক্রমণের হার প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে। তবে চিনের করোনা সংক্রমণের গ্রাফের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক কর্তা জানিয়েছেন।

শীতে কাবু উত্তর ভারত, দিল্লিতে দৃশ্যমানতা শূন্য!

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: সোমবার ভোরে দিল্লির দৃশ্যমানতা নেমে যায় শূন্যতে। পুরু কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় রাজধানী। তাপমাত্রার পারদও হাড় কাঁপানো ঠান্ডার জানান দেয়। মৌসম ভবনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সোমবারও দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দিল্লি ছাড়াও পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। কম দৃশ্যমানতার কারণে সকালের দিকে গাড়ি চালাতে সমস্যায় পড়েছেন চালকেরা। ঘন কুয়াশায় দিল্লি বিমানবন্দরে সোমবার ভোর ৩টে নাগাদ দৃশ্যমানতা শূন্যতে নেমে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সকাল ৭টা নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটার। রানওয়েতে ২৫০ থেকে ৪০০ মিটারের দৃশ্যমানতা রয়েছে। বিমান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। কুয়াশার কারণে দিল্লির অনেক বিমানই বাতিল করে হয়। ফলে দিল্লি বিমানবন্দরের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়। কুয়াশার কারণে শুধু বিমান নয়। দিল্লিতে ট্রেন চলাচলেও ব্যাঘাত ঘটছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাওয়া অন্তত ১৮টি ট্রেন সোমবার সকালে দেরিতে চলে। ঠান্ডায় পঞ্জাবের ১৬টি এবং হরিয়ানার ৮টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। লুধিয়ানায় তাপমাত্রা ছিল সবচেয়ে কম। সেখানে সোমবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মঙ্গলবারের আগে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই মিলবে না। তবে তার পর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তর ভারতের কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮৯ নং এফিডেভিট বলে Abbas Mallick S/o. Idu Mallick ও Shaikh Abbas Ali Mallick S/o. S. I. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১ নং এফিডেভিট বলে Dhiraj Kumar Singh S/o. Suddheshwar Prasad Singh ও Dhiraj Kr. Singh S/o. S. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০১৯ নং এফিডেভিট বলে Ranjan Jadav S/o. Ram Jadav ও Ranjan Yadab S/o. R. Yadab সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Sudhir Kumar Singh ও Sudhir Singh S/o. Kalipada Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই জানুয়ারি। ১লা মাঘ। মঙ্গলবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরি রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরি বৃহস্পতির মহা দশাকাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন আজ। পরিবার বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীর সাথে খুব ছোট্ট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা বড় লগ্নি করবেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। বিদ্যার্থীদের জন্য এক প্রকার। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তারা একটু অপেক্ষা করুন শুভ ফল পাবেন। গৃহ মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ১০৮ বেলপত্র দিন। স্বপ্ন পূরণের পথ তৈরি করুন।

বৃষ রাশি : বেলা ১১ঃ৪৫ পরে শুভ গ্রহ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। বিদ্যালয়ে ছোটখাটো বিবাদ বিতর্ক ছিল তা মিটে যাবে, যারা মাস্ক কমিউনিকেশনে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ তবে এই গৃহ মধ্যে শত্রুর প্রকোপ বা দৃষ্টি রয়েছে। বাণিজ্যে যারা বড় লগ্নি করবেন তারা ধৈর্য রাখুন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। উর্ধ্বতন কর্মচারীর যে কু নজর আপনার দিকে ছিল তা আজ শুভ হবে। ব্যাংক ঋণ বা ইন্সুরেন্স থেকে ঋন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমিক যুগল বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমের জন্য আজ শুভ দিন। প্রবীণ নাগরিক যিনি হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন তার আজ বাড়ি ফেরার কথা। ওম নমঃ শিবায় ওম।

কর্কট রাশি :আজ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রভাবশালী এক বন্ধুর দ্বারা কোন জটিল সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। বাস্তু ভূমি জমি বিষয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোন ভাইয়ের স্ত্রী দ্বারা শুভ ঘটনা ঘটবে। অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। ক্যামেরা চিত্রকলা শিল্প বিষয় যারা আছেন তাদের সাফল্য লাভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ওম নমঃ শিবায় বলুন নারকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনলে শুভ হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও এক গুপ্তশত্রুর চাহনি থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় আরো শুভ। নতুন পরিকল্পনায় শুভ যোগাযোগ বিদ্যার্থীদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ওম নমঃ শিবায় বলে আজ ক্ষীর ভোগ প্রদান করুন।

কন্যা রাশি : আজ নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা হওয়ার সময়। বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা যানবাহন তরল পদার্থ কেমিক্যাল বস্ত্র গার্মেন্টস বিজনেস করেন। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক তাদেরও এক নতুন যোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের পা ছুয়ে দিন শুরু করুন বিপদ নাশ হবে। প্রেমিক যুগল শুভ। দিন শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেল ভোগ প্রদান করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ মঙ্গলবার নিজের বুদ্ধির দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা এনজিও বা সমাজ সেবামূলক কর্মে ছিলেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা শিল্পকলা চর্চা করেন, নৃত্যকলা কৌশল করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তি দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য অতীব শুভ। পরিবারে নতুন কোন ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল জিনিস আসতে পারে। পরিবারের শত্রু নেই তবে প্রতিবেশীর মধ্যে আজ শত্রুর ষড়যন্ত্র-- আপনার দিকে থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, ওম নমঃ শিবায় বলুন এবং লৌহ ত্রিশূল, সেখানে শিব কল্পনা করে পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবী যে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল, আজ তার ফোন কলে আনন্দ প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন বেতন ভোগ কর্মচারী-- যারা বিশেষত প্রশাসনিক কর্মে আছেন, মেডিকেল ঔষধ চিকিৎসা বিষয়ে কাজ করেন, তাদের নতুন সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন মা দুর্গার নামকরণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ মঙ্গলবার খুব সতর্ক থাকা শুভ। পুরাতন বান্ধবীর ফোন কল দ্বারা মানসিক শান্তি নষ্ট। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে বিতর্ক বিবাদ তুঙ্গে পৌঁছবে। পোষ্য জীবজন্তু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের কোন কাজ আটকে যাবে। প্রেমিক যুগল প্রেমের পথে কাটা আছে সতর্ক থাকা ভালো। বড় বাণিজ্যে লগ্নী না করা শুভ। অলৌকিক ঐশ্বরিক প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য বাড়িতে ত্রিশূল পূজা করুন।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য রাখতে পারলে, অত্যন্ত শুভ প্রভাব যুক্ত দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি হওয়ার সময়। পুরাতন বান্ধবী বা বান্ধবী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ি জমি বাস্তুতে শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক থাকার সময়। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সাথে খুব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদ বিতর্কের দিন কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন নতুন লগ্নি না করা শুভ। শেয়ার বাজার, শেয়ার মার্কেটে যারা লগ্নি করেন তাদের বলব আজকের দিনটি সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন, নারিকেল ভোগ-প্রদান দিন, শুভ।

মীন রাশি : ব্যাবসা বাণিজ্যর উন্নতি নিশ্চিত। বাণিজ্যের নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। ছোট ভ্রমণের দ্বারা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জল তরল পদার্থ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করেন, তাদের শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু ফেরত আসার সম্ভাবনা। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সঙ্গীত শিল্পকলায় যারা আছেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মিছরি দ্বারা সর্ব দেবতার ভোগ দিন। আজ হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

(কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়ান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mona ও Mohiruddin S/o. Sk. Motiar Rahaman সাং কাজীমহল্ল্যা, পান্ডুয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk. Sohel.

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mona ও Sk. Baban S/o. Sk. Motiar Rahaman সাং কাজীমহল্ল্যা, পান্ডুয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk. Mustakin.

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৭৭ নং এফিডেভিট বলে Sankar Mistry S/o. Atul Mistry ও Sankar Mistri S/o. Lt. A. Mistri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১ নং এফিডেভিট বলে Mosaraf Hossain S/o. Sk. Sirajul Islam ও Masaraf Hossen S/o. Sk. Sirajul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪০ নং এফিডেভিট বলে Sk. Afroj Hosen S/o. Sk. Amir Hosen ও Aphroj Hosen Moh S/o. A. Moh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪১ নং এফিডেভিট বলে Arun Dhara S/o. Narendra Dhara ও Arun Kr. Dhara S/o. N. N. Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Kalyan Kumar Chowdhury S/o. Nirmal Kanti Chowdhury ও Kalyan Kr. Chowdhury S/o. Lt. N. K. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Hait ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madan Chandra Hait ও M. Ch. Hait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯৭ নং এফিডেভিট বলে Mir Md Imranuddin S/o. Mir Mohammad Isha Haque ও Mir Mohammad Imran S/o. Mir Md Isahak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৯২ নং এফিডেভিট বলে Debasish Mandal S/o. Dhirendranath Mandal ও Debasish Mondal S/o. D. N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬৬১৯ নং এফিডেভিট বলে Ashoke Koley ও Ashok Koley S/o. Jugal Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Kumar Pansari, S/o Late Kirori Mal Pansari residing at 7/2, Sri Ram Dhang Road, Salkia, Howrah-711106, do hereby Solemnly affirm and declare Before Padma Das Notary at Kolkata by Affidavit No. 64AB673483 Date 11th Jan 2024, That I change my name fromRajesh Pansari to Rajesh Kumar Pansari. That I declare that Rajesh Pansari and Rajesh Kumar Pansari are the same and one identical person.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/37/5th SFC TIED(2)/2023-24, RGP/31/15th FC UNTIED (07)/2023-24, RGP/32/15th FC TIED (19))2023-24.** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **26.01.2024 up to 10a.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIT No. 08/15th CFC/Shikarpur/ 2023-24,** Last date of submission **06.02.2024 up to 5pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী জেলা জজ আদালত
চুঁচুড়া সদর
এল.এ.কেস নং- ৫/২০২৩

সন্দীপ মণ্ডল ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে-পুষ্প দাস, স্বামী মনোরঞ্জন দাস, সাং- বাঁশবেড়িয়া রুদ্রলেন জামাই গলি, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, বিগত ইংরাজী- ০৯/০২/২০০৪ তারিখে জেলা- হুগলী, থানা-মগরা, মৌজা-বাঁশবেড়িয়া, সাবেক ২৪২ তথা হাল-৮৮৭/২ খতিয়ান, সাবেক ৩০৮ তথা হাল- ৪৬৪/৮৪৩ দাগের ০.০৩৩ সহস্রাংশ সম্পত্তি দরখাস্তকারী ও তাহার ভ্রাতা শ্রী রবি মন্ডল এর অনুকূলে এককেতা উইল করিয়া ইং- ২৮/৪/২০০৫ তারিখে পরলোক গমন করিলে শ্রী সন্দীপ মন্ডল, পিতা- রাম মণ্ডল, সাং- ৭২ বাঁশবেড়িয়া, জামাইগলি, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া থানা মগরা জেলা-হুগলী, উক্ত উইলের প্রবেটের জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে আগামী- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ বক্তব্য দাখিল করিবেন, নচেৎ একতরফা শুনানী অন্তে আদেশ প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
মৃনাল কান্তি মজুমদার
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী জজ আদালত চুঁচুড়া সদর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

রাজ্যজুড়ে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে শ্রমিক মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে শ্রমিক মেলা। যা চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই মেলার দরজা খোলা থাকবে। তবে কোনও শহরেই টানা ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে না। প্রতিটি জেলায় একটি করে শহরে এই মেলা আয়োজিত হবে ২ দিনের জন্য। সেই হিসাবে এক একটি শহরে এক এক দিন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলাতে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, শ্রম বিভাগের অধীনে ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, মৃত্যু ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সহায়তা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানও করা হবে।

রাজ্যের শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্যের প্রথম শ্রমিক মেলার সূচনা ঘটছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর শহর আসানসোলে যা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নিজের শহর। আগামিকাল অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি শ্রমিক মেলার উদ্বোধন হবে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে। পরেরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মেলা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর জলপাইগুড়ি টাউনে। পাশাপাশি ওই দিন থেকেই মেলা শুরু হচ্ছে নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের বুকেও। ১৭ জানুয়ারি থেকে মেলা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার সদর শহর ইংরেজবাজারে। ১৮ তারিখ থেকে মেলা শুরু হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে। ওই দিন থেকেই মেলা শুরু হচ্ছে কোচবিহারেও। ১৯ জানুয়ারি মেলা শুরু হবে উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জের বুকে। ২০ তারিখ মেলা শুরু হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরে। ২১ তারিখ শ্রমিক মেলা শুরু হচ্ছে বাঁকুড়া ও বর্ধমান শহরে। পরের দিন মেলা থাকছে হাওড়া শহরে। ২৩ তারিখ মেলা বসবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর শহরে। ২৪ জানুয়ারি মেলা বসবে হুগলি জেলার সদর শহর চুঁচুড়াতে। পরেরদিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি মেলা বসবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার বুকে। পরের দিন ২৬ জানুয়ারি মেলা বসবে ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ার শহরে। ২৭ জানুয়ারি মেলা বসবে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে। ২৮ জানুয়ারি মেলা বসবে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে। ওইদিনই মেলা থাকছে পাহাড়ে কালিম্পং শহরে। ২৯ জানুয়ারি মেলা থাকছে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরে। ৩০ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার শহরে বসবে মেলা। শেষ শ্রমিক মেলা বসবে কলকাতায় ৩১ জানুয়ারিতে।

ভুঁইফোঁড় সমিতি নিয়ে সন্দিহান মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ীরা, থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন করে গজিয়ে উঠেছে সমিতি। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন হাওড়ার মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ীরা। আচমকা গজিয়ে ওঠা সমিতির 'মতলব' নিয়ে সন্দিহান পোড়া হাট ব্যবসায়ী সংগ্রাম সমিতি। তাদের আশঙ্কা, তোলাবাজি ও হাট দখলের চেষ্টা হতে পারে। তার জেরেই সোমবার সরব হলেন তাঁরা। ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল হাওড়া থানাতে।

আগেও হাট থেকে তোলবাজির অভিযোগ উঠেছে। গত বছর রাতের অন্ধকারে মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের পর ব্যবসায়ীরা নিজেদের পকেটের পয়সাতে আবার দোকান বানিয়েছেন। সেই দুর্দিনেও এই সমিতির কোনো অস্তিত্ত্ব ছিল না। হঠাৎ করে এই সমিতি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বলেই অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন হাওড়া মঙ্গলা হাট সংগ্রাম সমিতির ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নতুন করে এক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সমিতির নাম করে কেউ বা কারা মঙ্গলা হাট দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

হাওড়া মঙ্গলা হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজকুমার সাহা বলেন, 'কুচক্রীর দল বিভিন্ন ধরণের চক্রান্ত করে মঙ্গলা হাটকে দখল করতে চাইছে। আমরা প্রশাসনের কাছে এই হাটের নিরাপত্তা দাবি করছি। আমাদের ব্যবসায়ীদের নানাভাবে দুষ্কৃতীদের মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আদালত যে শান্তিরঞ্জন দে-কে ভুয়ো মালিক বলে উল্লেখ করেছে আমরা তাকে ভুয়ো বলছি। শেষ ১০ তারিখে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ নামাও আমরা দাবি-পত্রের সঙ্গে যুক্ত করে প্রশাসনকে দিয়েছি। এখানে শাসলদলের নেতা, বিধায়কের ছবি সহ বোর্ড ঝুলিয়ে দলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে।'

যদিও গোটা বিষয়টিকে ভুয়ো সমিতির চক্রান্ত বলেই দাবি করছেন হাটের ব্যবসায়ী উৎপল সাহা। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে আমি হাটে ব্যবসা করছি, গত বছর ২১ তারিখ হাটে আগুন লাগলো, দীর্ঘ ছয় মাস ধরে আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি। এই ধরণের সমিতি কোনোদিন ছিল না। হঠাৎ করে রবিবার রাতে গজিয়ে উঠেছে। এখানে যাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে আমরা চিনি না। এটা সম্পূর্ণ ভুয়ো সমিতি। যাতে হাটকে দখলদার মুক্ত রেখে হাটের স্বাভাবিক ব্যবসার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা প্রশাসনকে আবেদন করেছি।'

যদিও এই বিষয়টিকে তোলা তোলার নতুন পদ্ধতি বলেই দাবি করে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, ' বহুবার হাটের ব্যবসায়ীদের উৎখাত করার চেষ্টা হয়েছে। আগুন লাগার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে বড় তদন্তের কথা বললেও তার কি পরিণাম এখনও তা সামনে আসেনি। বরং এখন শাসক দলের মন্ত্রী, নেতাদের ছবি লাগিয়ে হাটের মাফিয়ারা চক্রান্ত করে এই হাট থেকে টাকা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেখান থেকে টাকা রোজগার হতে পারে, সেরকম কোনও জায়গাকেই তোলামূল পার্টি ছাড়বে না।'

যদিও মন্ত্রী অরূপ রায় দাবি করে বলেন, 'আমি জানার পরই ওই জায়গা দখল মুক্ত করিয়েছি। দলের নাম করে কেউ কাউকে ধমকালে দল ব্যবস্থা নেবে। যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না।'

গারুলিয়ায় ডানবার কুলি লাইনে ৩ কমিউনিটি শৌচালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ১৯৮৭ সাল থেকে বন্ধ গারুলিয়ার ডানবার কটনমিল। মিল বন্ধের পর থেকে অতি কষ্টে দিনযাপন করছেন ডানবার কুলি লাইনের বাসিন্দারা। যদিও কুলি লাইনের বাসিন্দাদের সমস্ত রকমের পরিষেবা দিচ্ছে গারুলিয়া পুরসভা। সোমবার সন্ধেয় ডানবার কুলি লাইনে পুরসভা নির্মিত তিনটি কমিউনিটি শৌচালয়ের উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস, উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং, পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু। এদিন ডানবার কুলি লাইনের ৪০ জন বাসিন্দারা হাতে মিউটেশন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এর আগে আরও ২৫ জনের হাতে মিউটেশন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়েছিল। পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু বলেন, 'ডানবার কটন মিলের শ্রমিকরা এখানে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন। পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামান্য কর ধার্য করে বসিন্দাদের মিউটেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে।' ডানবার কুলি লাইনের উন্নয়ন নিয়ে গৌতম বসু বলেন, 'সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর সাংসদ তহবিলের এক কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করেছেন কুলি লাইনের রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য। তাছাড়া শ্যামনগর রত্নেশ্বর শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ রাখার জন্য পিস হেভেন তৈরির জন্য উনি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এখন পিস হেভেন তৈরির কাজ চলছে।'

গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের জন্য খাওয়ারের ব্যবস্থা করেছে কটন স্ট্রিট ইয়ং বয়েজ ক্লাব, উপস্থিত ছিলেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহেশ শর্মা।

গঙ্গাসাগরে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের সাহায্যার্থে বজরং পরিষদ। ছবি: অদিতি সাহা

নতুন সচিব জগদীশ মিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের নতুন সচিব হলেন জগদীশ প্রসাদ মিনা। ২০০৪ সালের এই আইএএস এখন থেকে সংশোধনাগার প্রশাসনিক দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও সামলাবেন। এতদিন তিনি শুধু সংশোধনাগার দপ্তরের দায়িত্ব সামলাছিলেন। সোমবার কর্মিবর্গ ও সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এদিন জিটিএ-র নতুন প্রধান সচিব হলেন সৌম্য পুরকাইত।

প্রশিক্ষিত নার্সদের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবদন: প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার ১৬টি সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে জেলা স্তরে এমন হাসপাতালকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে ১৬টি সরকারি হাসপাতালের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে ৬০ থেকে ৮০টি আসনের নার্সিং কলেজ খোলা যাবে। সেগুলি হলো; ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং শ্রীরামপুর ওয়ালস, গঙ্গারামপুর, ছাতনা, বনগাঁ, কালনা, ইসলামপুর, বারুইপুর, মালবাজার, ফালাকাটা, বড়জোড়া, গোপীবল্লভপুর, শালবনি, ডেবরা ও হলদিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। আগামী ২৪ জানুয়ারি ওই হাসপাতাল গুলিতে নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী বেসরকারি সংস্থার কাজ থেকে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার আগে ১৮ জানুয়ারি আগ্রহী সংস্থাগুলিকে স্বাস্থ্য ভবনে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। আপাতত স্থির হয়েছে, প্রথমে এককালীন ১০ বছর এবং পরে বড়জোর তিনটি নবীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর এ ভাবে বেসরকারি সংস্থা ভাড়ায় নার্সিং কলেজ চালাতে পারবে। এতে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার বহর ও মান, দুয়েরই উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রয়াত অমিত শাহর বোন

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: প্রয়াত হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বোন রাজেশ্বরীবেন শাহ। কয়েক মাস আগেই ষাটোর্ধ্ব রাজেশ্বরীর ফুসফুস প্রতিস্থাপন হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে। সোমবার সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সূত্রের খবর, বোনের মৃত্যুর খবর পেয়েই যাবতীয় সরকারি কর্মসূচি বাতিল করেছেন শাহ। জানা গিয়েছে, মুম্বই থেকে প্লেনে সোজা আমদাবাদে নিয়ে আসা হয় তাঁর দেহ। সেখানকার থালতেজে পরিবারের লোকজনের উপস্থিতিতেই রাজেশ্বরীবেনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং।

উদ্ধার অপহৃত তামাক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তামাক পাতার ব্যবসায়ী অপহৃত হয়েছিলেন। পরিবারকে ফোন করে চাওয়া হয়েছিল ৬০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ। কিন্তু কাজে দিল না অপহরণকারীদের ছক। অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ধার অপহৃত ব্যবসায়ী। অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম বেণীমাধব ওরফে চন্দন চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেমারি শহরের পুরোনো পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ ২ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার

ডিএ সমস্যা মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকে বসার আহ্বান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিএ সমস্যা মেটাতে এবার সরকারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকে বসার জন্য আহ্বান জানাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকের জন্য আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে, এমনটাই সূত্রে খবর। আগামী ১৯ জানুয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সময় চেয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে আগ্রহী তারা।

তবে, এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বৈঠকে না বসলে সরকারকে 'অচলাবস্থার' মধ্যে পড়তে হতে পারে। আর তার জন্য দায়ী থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকেই। পাশাপাশি আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাকও দিয়েছে মঞ্চ। সোমবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে বলা হয়, 'এর আগে মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা চাই, উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করে এই সমস্যার আশু সমাধান করুক।' আর এরই

প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকের ডাকে সাড়া না দিলে লাগাতার ধর্মঘট হবে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিসগুলিতে বলে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে।

প্রসঙ্গত, সোমবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই জানানো হয়, আগামী ১৯ জানুয়ারি, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। বেলা বারোটা থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহিদ মিনারে গিয়ে উপস্থিত হবে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ জানান, 'সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারি সব থেকে কম বেতন পান। যৌথ মঞ্চ ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত সরকারি কর্মচারি পরিষদ সহ যাঁরা আছেন, তাঁদের ডাকে ২৯ তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করা হবে। রাজ্যের অচলাবস্থার জন্য তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসন দায়ী থাকবেন।'

গত ডিসেম্বর রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই ডিএ বৃদ্ধিকে 'ভিক্ষার দান' বলে মনে করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা সংক্রান্ত মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট বিচারাধীন। আগামী ৫ তারিখের পর মামলাটির শুনানি রয়েছে। যদিও, শুনানির ব্যাপারে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেয়নি। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ।

লগ্নি অ্যাপ জালিয়াতি মামলায় আরও ৬৪ লক্ষ টাকা ফ্রিজ ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লগ্নি অ্যাপ জালিয়াতি মামলা তথা পাণ্ডে ব্রাদার্সে লগ্নি অ্যাপ জালিয়াতি মামলায় আরও ৬৪ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করল ইডি। পাশাপাশি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, টিএম ট্রেডার্স ও কেকে ট্রেডার্স নামে দু'টি সংস্থার বিরুদ্ধে বছর দেড়েক আগে তদন্ত শুরু করেছিল তারা। সেই মামলায় বিন্যান্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আওতায় ক্রিপ্টো ওয়ালেটে ১.৪৬ বিটকয়েন অথবা প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা পড়েছিল। সেই টাকাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এর আগে এই জালিয়াতির মামলায় বিভিন্ন ক্রিপ্টো ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ১২১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করেছিল ইডি। পাশাপাশি নগদ টাকা, সোনা, ফ্ল্যাট, হোটেল, রেস্তরাঁ, দামি গাড়ি মিলিয়ে আরও ১২১ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

দেশজুড়ে চলা এই জালিয়াতির মামলায় প্রথমে অভিযোগ জমা পড়ে কলকাতা পুলিশের কাছে। মূলত লগ্নি অ্যাপ খুলে আমানতের জন্য গ্রাহকদের ফাঁদে ফেলে এই চক্রটি কোটি কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছে বলে তদন্তকারীদের নজরে আসে। ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা তুলে তা থেকে গাড়ি-বাড়ি কেনা হয়। এই বিপুল অঙ্কের অর্থের কিছু অংশ আবার ক্রিপ্টোয় বিনিয়োগ করে প্রতারকরা। এই প্রতারণার ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করেন অন্যতম পাণ্ডা শৈলেশ পাণ্ডে ও তাঁর দুই ভাইকে। কলকাতা পুলিশের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে আলাদা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ইডি। সেখানে পাণ্ডে ব্রাদার্সের পাশাপাশি তুষার প্যাটেল, প্রসেনজিৎ দাস-সহ আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসে। শৈলেশ, প্রসেনজিৎদের গ্রেপ্তার করে ইডিও। বর্তমানে তাঁরা জেল হেপাজতে। এই মামলায় ইতিমধ্যে আদালতে প্রসিকিউশন কমপ্লেনও জমা দিয়েছে ইডি। এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারেন এবং লুটের টাকা আরও নানা জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে এই সন্দেহে এখনও তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

ময়দানের গাছে। টিয়ার ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির স্ক্যানারে উত্তর ২৪ পরগনার পুর আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে পুরসভার আধিকারিকদের একাংশকে কাজে লাগানো হয়েছিল বলে মনে করছে সিবিআই। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এ জানানো হচ্ছে, বেশ কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের হয়ে বেআইনি নিয়োগে তাঁরা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এবার পুরসভার এই রকম কয়েকজন আধিকারিক গায়েন্দাদের স্ক্যানারে। আর এই ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি পুরসভার আধিকারিককে সোমবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয় বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর। অভিযোগ, রাজ্যের এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে ওই আধিকারিক বিভিন্ন পুরসভায় প্রভাব খাটাতেন। কয়েক জনকে বেআইনি ভাবে তিনি কাজও পাইয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা এও মনে করছেন, একা তিনি নন, শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতোই তাঁর মতো কয়েক জন পুর আধিকারিকদের ভূমিকা ছিল। টাকার লেনদেনও হতো পুরসভার আধিকারিকদের সূত্রেই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের একাংশের বক্তব্য, পুর-নিয়োগ

দুর্নীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। অয়ন শীলের সঙ্গে পুরসভার হেড ক্লার্ক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারদের যোগাযোগ ছিল। এমনকী, তাঁদের নিয়ে অয়ন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও তৈরি করেছিলেন। তাতে বেশ কয়েক জন প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানের নামও রয়েছে বলে দাবি করে ইডি।

এদিকে সিবিআইয়ের দাবি, এই পুর আধিকারিকদের মাধ্যমে নিয়োগ দুর্নীতির টাকা পৌঁছেছে একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে। ওই ঘটনায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শাসকদলের কয়েক জন বিধায়কেরও নাম জড়ায়।

প্রসঙ্গত, পুরসভার বেআইনি নিয়োগে প্রাথমিক ভাবে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে ইডির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে আদালতে তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের অনেকের মতে, ওই পরিমাণ টাকা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

প্রসঙ্গত, স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে ইডি গ্রেপ্তার করে। অয়নের সঙ্গে তাপস, কুন্তলদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সিবিআইয়ের দাবি, ৬০টি পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা বেশি, তাঁদের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতেন অয়ন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের দাবি, এই দুর্নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে অয়নের সংস্থা এবিএস ইনফোজন প্রাইভেট লিমিটেড। গত শুক্রবার, ১২ জানুয়ারি পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বিধায়ক তাপস রায়ের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়েছে।

বেলঘড়িয়ায় আবাসন থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা চলছিল। আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘড়িয়ায় যতীনদাস নগরে। মৃতার নাম মৌমিতা ঘোষ (২৪)। কীভাবে মৌমিতার মৃত্যু হল, এটা আত্মহত্যা কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অংশুমান বসাক নামে এক আবাসিক জানান, প্রায় দু'বছর ধরে ওই তরুণী ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে এক যুবকও থাকতেন। মৃতার দাবি ছিল, ফ্ল্যাটে থাকা যুবক তাঁর ভাই। কিন্তু পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন ওই যুবক মৃতার প্রেমিক। গত রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে দু'জনে পিকনিকেও গিয়েছিল। রাতে দু'জনের মধ্যে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কিনা, কিংবা পিকনিকে গিয়ে কোনও গণ্ডগোল হয়েছিল, তা তারা জানেন না। বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আকাশ অ্যাপার্টমেন্টে নিমাই সরকার নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ওই যুবতী থাকছিলেন। তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ির হাঁকি পাড়া রাজা রামমোহন রায় রোড এলাকায়। মৃত যুবতী কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের এমবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তরুণীর চিকিৎসাও চলছিল।

'বৃহত্তর স্বার্থ' জড়িয়ে, প্রাথমিকের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহত্তর স্বার্থ জড়িয়ে থাকায় মামলাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠালেন তিনি। পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, এই মর্মে একটা একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে। সেই মামলা থেকেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীদের তরফে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের একাধিক হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী, দু নম্বর ধারার অন্তর্গত উপধারায় বলা আছে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট একটি পরীক্ষা হবে। সেক্ষেত্রে, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠনকে প্রাথমিক স্তর হিসেবে বিবেচ্য করা হবে। এখানেই মামলাকারী বিদেশ গাজির বক্তব্য, পঞ্চম শ্রেণিকে পুরোপুরি ভাবে প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকেই প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পঞ্চম শ্রেণি

পর্যন্ত চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিকের পরিকাঠামো, শিক্ষক, পড়ুয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়েছিল স্কুল শিক্ষা দফতর। পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা না থাকলে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকেই আবেদনকারী স্কুলগুলিতে প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি চালু করার অনুমতি দেওয়া শুরু হয়েছিল। এদিকে আবার কেন্দ্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার টেট পরীক্ষা নেয়। পাশাপাশি, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু, পঞ্চম শ্রেণিকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্তরে ঢোকানো হচ্ছে না। সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধেই এই মামলা দায়ের করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'এই মামলাটির সঙ্গে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট নীতির বিষয়ে জড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণে এটিকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রাহ্য করা উচিত।' সেই কারণে এই মামলাটি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে শুনানি করা প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

ভুল আগেই স্বীকার করা উচিত ছিল এসএসসির, পর্যবেক্ষণ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে 'ভূতুড়ে' চাকরির হদিশ মিলেছে দিন দুই আগেই। আর তা জানিয়েছে খোদ স্কুল সার্ভিস কমিশন! নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ৫৮ জনের চাকরি কীভাবে হয়েছে, তার কোনও হদিশই নেই কমিশনের কাছে। গত ৯ জানুয়ারি কলকাতা হাই কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় হলফনামা পেশ করেছিল এসএসসি। যা দেখে তাজ্জব বিচারপতিও।

তা নিয়েই প্রতিক্রিয়া কলকাতা হাইকোর্টের। সোমবার আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভুলগুলো আগে স্বীকার করা উচিত ছিল এসএসসি-র। শনাক্ত করার দরকার ছিল যাঁরা বেআইনিভাবে নিয়োগ হয়েছেন তাঁদের। অন্যায়ভাবে যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের চাকরি এখনই বাতিল হওয়া উচিত।' বিশেষ বেঞ্চে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের। একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন কতজন ভুয়ো চাকরি পেয়েছেন তা নিয়েও।

এদিকে সোমবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করতে গিয়ে দাবি করেন, এসএসসি সম্পূর্ণ তালিকা দেয়নি। স্ক্যান করে বলেনি এতজন ভুল ভাবে চাকরি পেয়েছে। প্রপার ডকুমেন্ট ছাড়া আইনজীবীদের বাদ দিয়ে নিজেরাই এটা করেছে।

এক্ষেত্রে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'পুরো প্যানেল কি বাতিল করার দরকার আছে? নাকি যারা ভুয়ো নিয়োগ পেয়েছে তাদের বাতিল করলেই চলবে?' একইসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে, কিন্তু আদালত পদক্ষেপ করলে সেটা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয় বলে ধরা হবে কেন তা নিয়েও। এরপরই বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'সিবিআই তদন্ত চলছে। শুধু চাকরি বাতিলই নয়, যাঁরা বেআইনি নিয়োগ পেয়েছেন তাঁদের গ্রেফতার করা হোক। মূল অফিস থেকে না দিয়ে অন্য অফিস থেকে ভুয়ো সুপারিশ পত্র দেওয়া হয়েছে। সুপরিকল্পিত দুর্নীতি।'

এদিকে বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের হয়ে সওয়াল করতে উঠে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' সিঙ্গল বেঞ্চে বিচারপতি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়েছেন। এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ চুরি করল, ঘুষ নিল, তার অর্থ এই নয় চাকরি পেয়েছেন যাঁরা তাঁরাও চুরি করেছেন। তাহলে তাঁদের এখনও গ্রেফতার করা হল না কেন? কাউকে বলতে দেওয়া হয়নি সিঙ্গল বেঞ্চে। এসএসসি সব সময় ভয় পেয়েছে আদালতে। ২০২১ সালে কি আদৌ কোন প্যানেল ছিল যেটা খারিজ হবে?' বেছে বেছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসেই কেন মামলা, সেই প্রশ্নও তোলেন কল্যাণ।

প্রসঙ্গত, বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দিয়েছে আদালত। তারই মাঝে আদালতের এদিনের পর্যবেক্ষণও ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি মঙ্গলবার।

নেতাইকাণ্ডে জামিন অন্যতম অভিযুক্ত রথীন দণ্ডপাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জামিন পেলেন নেতাইকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত রথীন দণ্ডপাট। সোমবার তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রায় ১০ বছর পর জামিন পেলেন রথীন। এতদিন বিচারাধীন বন্দি হিসাবে ছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর-১ ব্লকের লালগড়ের নেতাই গ্রামের সিপিএম নেতা রথীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে গুলি চালনার অভিযোগ ওঠে। ৯ জন মারা যান, আহত হন ২৮ জন। অভিযোগ ওঠে, রথীনের বাড়িতে সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর শিবির ছিল। গ্রামের লোকজনকে নানাভাবে তারা উৎপাত করত বলেও অভিযোগ। বিভিন্ন কাজে বাড়ির মহিলাদের ডেকে পাঠানো হতো। এসব নিয়েই ক্ষোভ বাড়ছিল গ্রামের মানুষের। ৭ তারিখ তারই প্রতিবাদে গ্রামের মহিলারা ফুঁসে ওঠেন। নেতাইকাণ্ডের সময় তাঁর বাড়ির ছাদ থেকেই গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। ২০১৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। এরপর ২০১৪ সালে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন রথীন। সম্প্রতি এই মামলায় জামিনের আবেদন করেন রথীন। এর আগে একাধিকবার শুনানিও হয়। সে সময় জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও সোমবারের শুনানিতে জামিন পান তিনি। যেহেতু ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়ে গিয়েছে এবং সাক্ষ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াও অনেকটা এগিয়েছে, তাই তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। এর আগে নেতাই মামলায় আগেই আরও দুই অভিযুক্ত পিন্টু রায় ও গণ্ডীবন রায় জামিন পান। তবে রথীনের জামিনের আবেদন সেই সময় খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। এরপর গত এক বছরে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ হয়েছে আদালতে।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণপন্থার কল্যাণমূলক ভাবনাগুলি যে বামপন্থা আত্তীকরণেরই সুফল

সমাজতন্ত্রের পতন ও বিকৃতির প্রশ্নে সিপিআই (এম)-এর মাদ্রাজ কংগ্রেসে (চতুর্দশ কংগ্রেসে) কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ ও সদ্যোজাত সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টার মুখে দাঁড়িয়ে সর্বহারার রাষ্ট্রকে প্রতিবিপ্লব দমন করতে হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্র, যা আবার পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই পর্বটি অতিক্রম করার পরে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র যখন সংহত হল এবং শ্রেণিশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কও যখন অনুকূলে চলে এল, তখন গণতন্ত্র প্রসারিত করা ও নতুন উদ্যোগ করার সুযোগ দেখা দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাস্তব পরিস্থিতির ভ্রান্ত মূল্যায়নের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার পুরনো পদ্ধতিকেই পরবর্তী পর্বেও ব্যবহার করা হল। ফলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে ব্যাপক ও গভীর করা গেল না, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতাকে ব্যবহার করা গেল না। এর ফলে ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিকতা, সমাজতান্ত্রিক আইনব্যবস্থার লঙ্ঘন, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অধিকার দমনের মতো বিকৃতিগুলো ঘটল। অর্থাৎ, মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পন্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বেশি দিন সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে না। প্রবন্ধকার বলেছেন, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী ধ্যান-ধারণাগুলি অনেকাংশে আত্তীকরণ করেছে, যা খুবই প্রাসঙ্গিক। সমাজসেবামূলক নীতিগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের প্রসঙ্গটি উহ্য রেখে, নাগরিককে প্রজা হিসাবে বশংবদ করে রাখার প্রচেষ্টাটি যে দক্ষিণপন্থী ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ, তা-ও বলা বাহুল্য। ভারতের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়টি যে-হেতু মানুষের একান্ত কাছের বিষয়; তাই ধর্মীয় আবহে উগ্র মতবাদও অনেক সময়েই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। শ্রেণিভিত্তিক সংগ্রামকে হাতিয়ার করে বিশ্বে বামপন্থীদের প্রসার ঘটেছে। সেই শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রেও আজ বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটেছে। অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে দক্ষ শ্রমিকের শ্রেণিচরিত্রের স্বরূপটিও বামপন্থার পরিচিত রূপকে শুধুই পরিহাস করে। দক্ষিণপন্থার সমাজকল্যাণমূলক ভাবনাগুলি যে বামপন্থা আত্তীকরণেরই সুফল, তা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমাজের তৃণমূল স্তরে গিয়ে কাজ করছে, যা বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির কৌশল।

আনন্দকথা

বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিনাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দুররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি — মা মুখ ধুইবেন। উর্ধ্বে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাদ্দিক সুন্দর বারাণসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ — উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে। মন্দির দোহারা। দালানটির কয়েকটি ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন মণ্ডিত। নিচের থাকে চারিটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটি ও সর্বোপরি একটি।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়পাল রেড্ডি

১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কামিনী কৌশলের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়পাল রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কবীর বেদির জন্মদিন।*

মকর সংক্রান্তির কুম্ভমেলার সঙ্গে ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র অপূর্ব সম্মিলন, অনন্য ইতিহাস !

স্বপনকুমার মণ্ডল

সমরেশ বসু কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন ১৯৫৪-এর সূচনায় তথা তাঁর কথায় ‘মাঘ মাসে’ অর্থাৎ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। আর ভ্রমণকাহিনিটি প্রকাশিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪-তে। ফলে একদিকে তিনি যেমন টাটকা স্মৃতি অবলম্বনে রচনাটি লিখেছিলেন, তেমনই কুম্ভমেলার শেষ হওয়ার আগেই সেখান থেকে চলে আসায় তাঁকে রচনাটির সমাপ্তিতে কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বর্তমানে পাঁচটি শাহি স্নান ও সাতটি সাধারণ স্নান মিলিয়ে মকর সংক্রান্তিতে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা সাড়ে তিন মাস ধরে চলে। সেক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি স্নানের কথা রয়েছে ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’। কালকূটের লেখনীতে কুম্ভমেলার সূচনাটি যেভাবে এসেছে, সমাপ্তিটি সেভাবে পূর্ণতা পায়নি। কেননা তিনি যেমন সেই মেলায় পূর্ণ সময় অতিবাহিত করেননি, তেমনই মেলাটাকেই নিবিড়তা প্রদানের সদিচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাঁর লক্ষ্যে তীর্থক্ষেত্র নয়, ছিল তীর্থযাত্রী। সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আর সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করতে গিয়ে তিনি নিজের অস্তিত্বকেই প্রয়োজনে কৃত্রিম করে তুলেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সমরেশ বসু অনেক কষ্টে ট্রেন ভাড়ার টাকা জোগাড় করে কুম্ভমেলায় রওনা হয়েছিলেন। ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’ও তার পরিচয় বর্তমান। ‘আজানুলম্বিত কালো ওভার কোট আর টুপি’ পরিহিত কালকূট তৃতীয় শ্রেণির টিকিট কেটে ট্রেনে সওয়ার হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেজন্য আট জনের বসার মতো কামরাটিতে উঠে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই ক্যানসারাক্রান্ত মৃতপথযাত্রীর আরোগ্যলাভের বিশ্বাসে অমৃত কুম্ভের যাত্রার বিবরণ সূত্রেই ট্রেনের অপর কামরায় পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। তার ফলে কুম্ভমেলার ধনী-নির্ধনী সকলের পুণ্যকামী মানসিকতাকে নিবিড় করে তোলার অবকাশ তৈরি সহজ হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ভারতীয় চরিত্রের একটি পরিচয় পুণ্যকামী মানুষের ভিড়ে বোঝাই ট্রেনের বাস্তবচিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানেই কালকূট অনেকের ব্যক্তিমানসের পরিচয়ের মধ্যেই ধর্মভীরু অখণ্ড ভারতীয় মানসকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। অথচ তিনি নিজেকেই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তাই তাঁর কুম্ভযাত্রা নিয়ে কুম্ভযাত্রীদের মনেই কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। আপার ক্লাসের অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের তীর্থযাত্রীদের দুটি পরিবার কালীঘাট সেরে কুম্ভমেলায় চলেছে। তাঁদের ‘ইয়ংম্যানেরা তো এ সব বড় একটা’র পর বাকিটা কালকূটকেই বলতে হয়েছে ‘বললাম, ‘পছন্দ করে না বলছেন তো? ঠিকই। আমিও মাথা মুড়োতে যাচ্ছি না। দেখুন, আমাদের জীবন বড় সীমাবদ্ধ। গণ্ডীবদ্ধ জীবনদর্শনের কচকচি নিয়ে আমরা দিনগত পাপক্ষয় করি। কিন্তু নিজের দেশের কতটুকু জানি। দেখেছি কতটুকু। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ যা নিয়ে মরে বাঁচে (তা ভালো কি মন্দ জানি নে), সে তার জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে যেখানে মিলিত হয়, সেখানে আমাদের সমস্ত জাতি হাসে, কাঁদে, গান গায়, তাকে ইয়ংম্যান হয়ে আমি অবহেলা করব কী করে। যদি আমার হাসি পায়, তবে আমি হাসব কাঁদব। যদি নুয়ে আসে মাথা তাকে আমি মিথ্যে অহংকার দিয়ে জোর করে তুলে ধরব না। আর যদি থাকতে পারি নিরাসক্ত তা-ই থাকব। এত বড় দেশ, এত মানুষ, কত তার বৈচিত্র্য! আপনাদের দেখব বলেই ত এসেছি। না এসে পারলাম না!’ অথচ কালকূটের দেখার চোখ জনারণ্যে হারিয়ে যায়নি, বরং সেই জনসমুদ্রে ডুব দিয়ে তিনি জনমানসের মণি-মুক্তো তুলে এনেছেন। কিন্তু এজন্য তাঁকেও প্রয়োজনে ডুবুরি সাজতে হয়েছে। সেই ডুবুরির পরিচয় জরুরি হয়ে ওঠে।

কালকূট বয়সে (সমরেশ তখন ত্রিশ বছরের যুবক।), পোশাক-আশাকে স্বতন্ত্র হলেও জনমানসসরোবরে ডুবুরি হওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের মধ্যে মিশে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যাঁর কাছে এক পয়সাই মা-বাপ মনে হয়েছিল, সেই তিনিই আবার ভিক্ষুক থেকে সন্ন্যাসীকে অকাতরে ভিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি, তাদের প্রত্যাশার অতীত ভিক্ষা দিতেও কার্পণ্য করেননি। আবার প্রয়োজনবোধে যেচেও পয়সা দিয়েছেন কাউকে। তাতে কখনওই মনে হবে না কালকূট তথা সমরেশ আর্থিক দৈন্যে পীড়িত ছিলেন । ডুবুরি সেজে মণিমুক্তো তোলার জন্যই তাঁর এই দানী প্রকৃতি। কেননা প্রায় প্রতিটি দানের ক্ষেত্রেই এসেছে কালকূটের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শুধু তাই নয়, পয়সা খরচ করে খাওয়ানোর মাধ্যমেও তিনি সেই ব্যক্তির জীবনের আশ্চর্য জীবনদর্শনকে বের করে এনেছেন। নববিবাহিত নাতি-নাতবৌ নিয়ে তীর্থ করতে আসা প্রহ্লাদের দিদিমা নিষ্ঠুর চেহারার পাঁচবদ্যি তথা পাঁচুগোপালের নির্দয় নিষেধ অমান্য করে কালকূটকে তাঁদের সঙ্গে ক্যাম্পে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গভীর রাত্রে সেই পাঁচুগোপাল তার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে কালকূটকে দেখতে এসেছিলেন। পরে এই নিষ্ঠুর মূর্তির মধ্যে একটি সহানুভূতিশীল মানবিক মুখ খুঁজে পাওয়া যায়। কালকূট পাঁচুগোপালকে জোর করে আপ্যায়ন জানিয়ে খাওয়ানোর পর তার ট্র্যাজিক জীবনের করুণ পরিণতি বেরিয়ে পড়ে। প্রাণগোপালের ছেলে এই পাঁচুগোপালের রূপসী স্ত্রী মেয়ে প্রসব করে মারা যায়। তারপর স্ত্রীর মতো সুন্দরী মেয়ে শিউলিও সতেরো বছরের ভরা যৌবনের সময় না জানিয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ফলে নিঃসঙ্গ পাঁচুগোপাল এরপরে সাধু হয়ে দশ বছর ঘুরেও বেরিয়েছেন। তারপরেও মেয়ের শোক ভুলতে পারেননি। তাই আজও তাঁর শিউলিকে খুঁজে চলা। এজন্য তিনি সুন্দরের মধ্যে বিষ খুঁজে পান। কালকূটের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। আসার রাত্রে পাহারা দিতে নয়, সেখানে পাঁচুগোপাল এসেছিলেন একটু মাথাগোঁজার জন্য। ফলে এরকম পিতৃহৃদয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে কালকূট আশ্চর্য হয়েছিলেন। আর তাই তাঁর ক্যাম্পে থাকার কথায় করুণ দৃষ্টি লক্ষ করে কালকূটের প্রতিশোধস্পৃহা নিমেষেই অন্তর্হিত হয়ে পড়ে ‘ভেবেছিলাম, পাঁচুগোপালের অপমানের শোধ তুলব। কিন্তু যার উপর শোধ তুলব, তার শোধবোধ কোনটার বালাই নেই। সে চলে নিজের হৃদয়াবেগে। হৃদয়াবেগে চলার মানুষের সুখের চেয়ে দুঃখ বেশী। সে দুঃখ কেউ রোধ করতে পারে না। কিন্তু নিজে সে সেই দুঃখের বিষয়ে সচেতন নয়। আসলে পাঁচুগোপাল আমাকে কাল অপমান করেনি। ওটাও তার হৃদয়াবেগেরই একটা ঘটনা মাত্র।’ কালকূটকে এরকম অনেকবারই হৃদয়াবেগজনিত ঘটনার শরিক হতে হয়েছে।

আমঘাটার নুলো বলরাম লক্ষ্মীদাসীর আখরার মূল গায়েন। তার সহজাত গানের জন্যই তার কদর। সেও লক্ষ্মীদাসীকে নিয়ে কুম্ভমেলার পুণ্যার্থী। মা-খেগো বলরামের উদার আর মিষ্টি গলায় মুগ্ধ হয়ে যান কালকূটও। সেই নুলো বলরামের জীবনদর্শনে চমকে উঠতে হয়। সর্বদা হাস্যমুখ তার। স্থান-সংকুলান না হওয়ায় অনেক যাত্রীই আপার ক্লাসে উঠে পড়ে। কালকূটের কামরাতে আগেই বলরাম উঠেছিল। পরে এক প্রৌঢ়াকে নিয়ে তাঁর যুবতী বৌ শ্যামা তার সতীনসহ হুড়মুড়িয়ে উঠে বলরামের উপরে তাদের মালপত্র ছুঁড়ে তাকেই অদৃশ্য করে তোলে। কালকূট তাকে উদ্ধার করে। তার পরেও তার মুখে হাসি। দয়াপরবশ হয়ে শ্যামার ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাও সে নিয়ে নেয়। এসব দেখে তিতিবিরক্ত কালকূট। অথচ ভিড়ের জনকলরবে আনন্দিত বলরাম আপন মনেই বলে চলে ‘বুইঝলেন বাবু, বলে মানুষ নিয়ে কথা। বেঁইচে আছি যদ্দিন, তদ্দিন মানুষ ছাড়া

গতি নাই! একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয়। তবে মরণ ঘনাইলে অত কান্না কিসের, অ্যাঁ? ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো। আসুক, আরো আসুক। কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যে। নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ?’ কথাগুলো কালকূটকে অবাক করে দিচ্ছিল। সেজন্য তাঁর সন্দেহ হয়েছিল নিরক্ষর বলরামের মানুষের প্রতি এই টানের মূলে তার অন্তরের বিশ্বাস, নাকি ঐ চার পয়সার। কিন্তু তাঁর এই সন্দেহ অমূলক হয়ে পড়ে। ফোলা কপালে বিন্দু বিন্দু রক্তজমা অবস্থাতেই সেই বলরাম কালকূটের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে ’চোট আমার লাগেনি বাবু? কিন্তু কাঁদব কার কাছে বলেন। কাঁদনে লাভ? ওনারা কইবেন, দেখি নাই বাপু। মিটে গেল। তাই বলে পইড়ে থাকব না, চইলব। চইলতে চোট লাগে না বাবু? আপনার লাগে না?’ জবাবে অক্ষম কালকূটকে বলরাম আবারও বলে ‘বাবু, নোকে সংসার চালায়! সংসারে কত ব্যথা, কত চোট। সেখানে পেটে চোট, মনে চোট। পেটে খেতে নাই, বুক-জোড়া মানুষটি নাই, হাজার চোট খেইয়েও থেমে গেছে কে বলেন?’ এই জীবনযুদ্ধে অপরাজেয় বলরামের উক্তির মধ্যেই কালকূট তার গভীর জীবনদর্শনে অভিভূত হয়ে পড়েন। এজন্য তার কথার অব্যবহিত পরেই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি ‘তর্কের অবকাশ ছিল কি না জানি নে। কিন্তু হেরে গেলাম। জানি নে, কোন পথে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার স্রোতে। একটা সামান্য নুলা বলরামের কাছে হার মেনে গেল আমার বিদ্যা-বুদ্ধি। অন্তত এই মুহূর্তের জন্য সে আমার মনের দুকূল ভাসিয়ে ভরিয়ে দিল।’ আর তাই বলরামের মানসিকতাই কালকূটবাহী সমরেশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

ভ্রমণকাহিনির মধ্যে বারেবারেই কালকূট তাই বলরামকে স্মরণ করেছেন। শুধু কথাতেই নয়, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যেও কালকূট সাধারণে অসাধারণ জীবনসত্য খুঁজে ফিরেছেন। এভাবে হিদে গয়লার মার দান করার বিশেষত্ব নিয়ে উদার মনস্কতায় ও ছেলে সম্পর্ক না রাখা সত্ত্বেও তার প্রতি অসীম মমতায় মুগ্ধ হওয়ার পরক্ষণেই দু-চার আনা ভিক্ষে চাওয়ায় সেই ধারণায় ছেদ পড়ে। অথচ কালকূটই আবার আবিষ্কার করে একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য হিদে গয়লার মা’র অবলীলায় দীর্ঘদিনের সঞ্জিত ধন তথা নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিতে দ্বিধাহীন চিত্ত। কালকূট দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মণ ভোজন সব দেখছিলেন আর ভাবছিলেন দোকানের বিল মেটানোর জন্য কখন টাকা চায় তাঁর কাছে। কিন্তু সব ধারণা ভেঙে দিয়ে হিদে গয়লার মা মহানন্দে জনারণ্যে হারিয়ে গেল। আর তার অব্যবহিত পরেই কালকূট সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আত্মসমীক্ষায় ফিরে আসেন ‘আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সব শঙ্কা ভয়, আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল সে। হিদের মার জীবনে যা ভক্তি যা বিশ্বাস, আমার তা নয়। হয়তো একেই বলে আত্মসম্মোহন। কিন্তু তার এই ভক্তি বিশ্বাস দিয়েই সে আমার মনের সঙ্কীর্ণতার স্পর্ধাকে ভেঙে দিয়ে গেল। এর অবাস্তবতা, অলৌকিকতা, সব জেনেও তার সব দেওয়ার এ আনন্দের মর্যাদাকে তো অবহেলা করতে পারিনে। যে এমনি করে দিয়ে যায়, ‘তাকে এক টাকা দিয়ে আমি করুণার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বিদ্রুপ নয়, কথা নয়, নিজের আনন্দ ও বেদনা দিয়ে সে আমার আত্মপ্রসাদকে ধিক্কার দিয়ে গেল। সে আমাকে সাধু খাওয়া শেখাল না। আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়ের সব দ্বার অসঙ্কোচে উন্মোচনের শিক্ষা দিয়ে গেল। তাই সে অমনি করে দেওয়ার কথা বলেছিল। তাই কিপটে বুড়ি মিষ্টি গলায় বলেছিল, ‘আমার দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?ক্ষ্ম আবার যাকে ভিক্ষে দেওয়ার জন্য কালকূট সবার মধ্যে শুধুমাত্র হিদের মা-র সমর্থন পেয়েছিলেন, সেই ‘সর্বনাশী’ চোর কাম লাস্যময়ী যুবতী ভিখারিণীর পতিসেবার বিস্ময়কর দৃশ্যও পাঠককে সচকিত করে তোলে। এই ভিনদেশি ভিখারিণী কালকূটের পকেটমারিও করতে গিয়ে তাঁর হাতে ধরা পড়ে যায়। অথচ অসুস্থ স্বামীকে শিশুর মতো স্নান করানোর দৃশ্যে সেই সর্বনাশী লেখকের চোখে নতুন করে আবিষ্কৃত হয় ‘মনে করেছিলাম ওই মেয়ে শুধু সর্বনাশের হাতধরা সঙ্গিনী। মনে করেছিলাম, সেই সর্বনাশে শুধু পাপলীলা। ধ্বংসের উন্মাদনায় মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধায় ও প্রেমহীনতায়, সে শুধু তার যৌবনের অগ্নিকণা ছিটিয়ে যায় মানুষের চোখে। অস্বীকার করব না, তার ভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কিল হাত থেকে নিজের পয়সার ব্যাগটি বাঁচিয়ে ধিক্কার এসেছিল মনে। ভেবেছিলাম, পঙ্কে ডুবে যাওয়ার জন্য যাতে হাত পড়েছিল, তাকে বুকে মুঠি করে ধরে এ কোন্ পয়সাসর্বস্ব অসহায় মানুষ আমি?’

ডুবুরির যেমন মণিমুক্তোপ্রাপ্তিতেই সার্থকতা, কালকূটও তেমনই মানুষের পরশমণির পরশের মধ্যেই নিজেকে সীমায়িত করে রেখেছেন। এজন্য তিনি কুম্ভমেলার বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাদের মানসসরোবরে অবগাহন করেও ডুবুরিসুলভ মুক্তোর সন্ধানেই সক্রিয় থেকেছেন, তার বেশি নয়। সেখানে কে কীভাবে নতুন জীবনের সন্ধান পেল, তার মধ্যেই তার বিচরণ সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতেই নয়, কিংবা সংস্কারের বশেই শুধু নয়, সাধারণ জীবনের মধ্যেও তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে মানুষের যাপনকথাকেও আপন করে তুলে ধরেছেন কালকূট। পূর্ণ যুবতী শ্যামা ছাই চাপা আগুন নিয়ে কীভাবে সে সতীনের সঙ্গে প্রৌঢ় স্বামীকে নিয়ে কুম্ভমেলায় এসেছে এবং তার মানসিকতায় তিক্ত পৃথিবীর বর্ণহীন আভিজাত্য তাকে কীভাবে কুরে কুরে খায়, তার প্রতিও পাঠককে লেখক সচেতন করে তুলেছেন। এজন্য কালকূট ব্যক্তিগতভাবে শ্যামার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার সেই সংসর্গ থেকে অনায়াসেই বেরিয়ে এসেছেন। আর তাই শ্যামার বৈধব্যের কথা জানার পরও তাঁর মধ্যে আন্তরিক আবেগ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। ফলে বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’-এর সত্যচরণের ভানুমতীকে বিয়ে করার বাসনা ব্যক্ত করার মতো সদিচ্ছা তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। আন্তরিকতার পরশে কালকূট যেমন আপন হয়ে উঠতে পারেন, তেমনই নির্লিপ্তভাবে সেখান থেকে দূরেও সরে যেতে পেরেছেন। এজন্য তাঁর ভ্রমণকাহিনি ভ্রমণকথা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়ে ওঠেনি, তেমনই তা আবার উপন্যাসের রঙে বর্ণরঙিন নয়। কালকূট পরিব্রাজক হয়েও পর্যটক নন, আবার পথিক হয়েও ভ্রান্ত পথিক হয়ে ওঠেননি। তাঁর লক্ষ্য ডুবুরিসদৃশ। এজন্য অপরূপা রামভক্ত শ্রীরামজিদাসীর গান ও নৃত্যকলার মধ্যে তাঁর ট্র্যাজিক জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি থেকে রঘুনন্দন কীভাবে মুনীয়াবাঈ-এর মাধ্যমে নতুন জগতের আস্বাদ পেল, তার প্রতি যেমন তিনি কৌতূহলী হয়েছেন, তেমনই অন্ধগায়ক সুরদাস বীভাবে নির্ভয়ে পথ চলে, তার প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ। আবার বাংলার এক গ্রাম থেকে আঠারো বছর বয়সে চলে আসা রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় মেলায় মাদ্রাজি বন্ধুর দৌলতে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কেনা দোকানের মালিক সেজে বসেছেন,তাও লক্ষ করেছেন । বাবা-মা হারিয়ে একমাত্র যে মাসির দৌলতে বড় হয়ে উঠেছিলেন, সেই মাসিও যখন আর রইল না, তখন ‘সোনার বাঁধন’ ছেড়ে সেই যে বেরিয়ে পড়লেন, আর তিনি ঘরমুখো হননি। এ হেন রমণীমোহনের ঘরহারানো ক্ষতবিক্ষত মনটিকে সজীব করে তুলেছেন কালকূট। অন্যদিকে যশোরের ডাকাবুকো ছেলেটি কী করে পাড়ার বোষ্টমের মেয়ে ময়লাকে রক্ষিতা করে মেলায় অদ্ভুতানন্দ সেজেছে, তার পরিচয়ের মধ্যে ‘মানুষের ধর্ম, প্রেম ও ক্ষুধার’ ত্রিবেণী সঙ্গমে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক। শুধু তাই নয়, যখনই কালকূট জীবনের বৈচিত্র খুঁজে পেয়েছেন, তখনই তার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। সেখানে প্রহ্লাদের বালিকা বধূ ব্রজবালার মুখে পাকা পাকা কথা থেকে মাড়োয়ারি বুড়ি হাসির সান্নিধ্যেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি লক্ষ করা যায়। এজন্য ব্রজবালার কথা প্রসঙ্গে কালকূট অনুভব করেছেন ‘বিচিত্রের সন্ধানে ফিরি। ঘরের কানাচে, চারাগাছের পাতায় পাতায় যে কত বিচিত্র, তা তাকিয়েও দেখিনে।’ দেখতে জানিনে তাই দেখিনে।’ কিন্তু তাঁর দেখানোর প্রয়াস বর্তমান। এজন্য দেখা যায়, তাঁর দৃষ্টি তীর্থ থেকে গ্রামবাংলাতেও ফিরে এসেছে, আবার আরব সাগরেও পৌঁছে গেছে। সেক্ষেত্রে এরকম বিরল ব্যতিক্রমী ভ্রমণ কাহিনি প্রতি বছর কুম্ভমেলার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করে অপূর্ব সম্মিলন গড়ে তুলে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে, ভাবা যায় !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঋণ : বিশ শতকে বাংলা উপন্যাস
কালান্তরের পদধ্বনি,
স্বপনকুমার মণ্ডল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ৬৭ দিন ধরে নিখোঁজ আতঙ্কে ভুগছে শিক্ষক পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁতুয়া গ্রামের বছর ২৭ এর সুমন মণ্ডল, ২০১৪ সালে টেট পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর তার আর চাকরি জোটেনি। সেই হতাশা দিনদিন গ্রাস করছিল তাকে। চাকরির জন্য বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষা দিয়েছিল। শেষ পরীক্ষা মেদিনীপুরে ফার্মাসিস্টের পরীক্ষা দিলেও সেখানেও চাকরি পায়নি। হতাশা, মানসিক যন্ত্রণায় একেবারে ভেঙে পড়ে। তারপর গত ৬৭ দিন আগে কোচিংয়ে যাওয়ার নাম করে মসলন্দপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বাড়ি থেকে। তারপর থেকে আজও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার বাবা ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনে কলকাতায় একাধিকবার গিয়েছেন, বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছিলেন। দিন দিন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সুমন। বিষয়টা পরিবারের সদস্যরা পুরোপুরি বুঝতে পারে। তাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও সে বুঝতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত কোচিংয়ে যাওয়ার নাম করে নিখোঁজ হয়ে যায় সুমন। ৯, ১১, ২০২৩ সালে স্বরূপনগর থানায় তার বাবা ওয়াজেদ মণ্ডল পেশায় শিক্ষক, নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। আজও তার খোঁজ নেই। সেই হতাশা আতঙ্কে দিন গুজরান করছেন সুমনের বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। ছেলে নিখোঁজের পোস্টার মেরে বেরাচ্ছে, কখনো স্টেশনে, কখনো থানার সামনে, আবার কখনো রাস্তার ধারে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্বরূপনগরের চার ঘাট এলাকায়। সুমন মণ্ডল কি আদৌ নিখোঁজ? না নিজেই স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন? এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেছে প্রশাসনের তরফ থেকে। পুলিশ তার মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তার মোবাইল ফোন বন্ধ। লোকেশন টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না, কখনো শিয়ালদা আবার কখনো হাবড়া বিভিন্ন স্টেশনে তার ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পুলিশ খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। সময় যত যাচ্ছে সুমন নিখোঁজ রহস্য তত ঘনীভূত হচ্ছে।

রীতিমেনে পৌষ সংক্রান্তী উৎসব ও গঙ্গা পুজোয় সামিল হন হুগলি জেলাবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলা জুড়ে পৌষ সংক্রান্তি উৎসব ও গঙ্গা পুজোয় সামিল হন জেলাবাসী। একদিকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় গঙ্গাপুজো যেমন হয় তেমনি মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নানের জন্য নদী বা গ্রামীণ বড় প্রতিষ্ঠিত পুকুরগুলিতে মানুষের ভিড় ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঘন কুয়াশার মধ্যেই শীতকে উপেক্ষা করে হুগলি জেলার ওপড় দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী নদীতে পুন্যার্থীদের ভোর বেলা স্নান করতে দেখা গেল। দেবী গঙ্গার পুজোপাঠ হওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে চলে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন। মূলত, এদিন পূজিত হন গঙ্গাদেবী। স্থানীয় মানুষের দাবি, মকর সংক্রান্তিতে পুকুর ও নদীতে স্নান করে গঙ্গা মায়ের পুজো দিয়ে তারা বাড়ি ফেরেন। বলা যায়, এদিন ভোর থেকেই জলাশয়গুলিতে মানুষের ঢল ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। এদিন দ্বারকেশ্বর নদীতে মকর সংক্রান্তিতে স্নান করতে আসা এক গৃহবধূ মঞ্জু কর্মকার জানান, প্রতি বছরই পরিবারের কল্যাণের জন্য নদীতে স্নান করতে আসি। স্নান করে গঙ্গা দেবীর চরণে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরি। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল ছয়টা নাগাদ দামোদর নদীর ঘাটে স্নান করে গঙ্গা দেবীর পুজো দিয়ে ছেলে মেয়ের কল্যাণ কামনা করি। জানা গিয়েছে, এদিন পৌষ সংক্রান্তী উপলক্ষ্যে আরামবাগের কালিপুরে দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে গঙ্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। রীতি মেনে পুজো পাঠ হয়। শতাধিক বছর ধরে গঙ্গাদেবীর আরাধনা হয়ে আসছে প্রাচীন রীতি মেনে। নদীর চরে আগে পুজো হত। বর্তমানে নদী বাঁধ সংলগ্ন মাঠে হয়। এমনটাই জানান পুরোহিত ঠাকুর। তবে সকাল থেকেই এলাকার মানুষ গঙ্গা পুজোয় সামিল হন। সবমিলিয়ে পৌষ সংক্রান্তী উপলক্ষ্য সারা দেশের পাশাপাশি হুগলি জেলার মানুষ প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে মকরসংক্রান্তিতে পবিত্র নদীতে মকর স্নান করেন এবং গঙ্গা পুজোয় সামিল হন।

আত্মঘাতী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, প্রতিবেশী যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কটূক্তি এবং হেনস্তার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার ভোরে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি গান্ধি কলোনী এলাকায়। মৃত ছাত্রীর বাবা ও মা প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে নিজের মেয়েকে কটূক্তি এবং উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশে। এই ঘটনার পর পাড়া-প্রতিবেশীরাও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নিজেদের ক্ষোভ জানিয়েছেন। এদিন পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ওই ছাত্রীর দেহ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের হতেই গা ঢাকা দিয়েছে প্রতিবেশী যুবক ও তার পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম পায়েল দাস (১৬)। এবছর ওই ছাত্রী পুরাতন মালদার গৌড় ঘোষ গার্লস স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিত। মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাস পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ পম্পা দাস। পরিবারের দুই মেয়ের মধ্যে পায়েল ছিল বড়। এদিন বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে নিজের শোবার ঘরে গলায় ওড়না জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

মৃত ছাত্রীর মা পম্পা দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী এক যুবক ও তার পরিবার সবসময় আমার মেয়েকে রাস্তাঘাটে ধরে হেনস্তা করত, কটূক্তি করত। আজেবাজে ভাষায় কথা বলত। এমনকী আমার মেয়েকে প্রতিবেশী ওই যুবক জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও পর্যন্ত দিয়েছিল। এসব নিয়ে মেয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি চরম আতঙ্কে ছিল। আর কিছুদিন পর মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করে দিয়েছিল আমার মেয়ে। কিন্তু প্রাইভেট থেকে স্কুল যেখানেই যেতে হত সেখানেই মেয়েকে ওরা ভয় দেখিয়ে হেনস্তা করত। এসব কিছু সহ্য করতে না পেরে আতঙ্কে পায়েল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুরো বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।

মৃত ছাত্রীর বাবা পাণ্ডব দাসের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবক ও তার পরিবারের লোকেরা আমার মেয়ের সঙ্গে যেভাবে আচরণ শুরু করেছিল তাতেও আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম।

পুরাতন মালদার মুচিয়া এলাকায় জংলি পীরবাবার মাজারের উৎসব, উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পীরবাবার মাজারের প্রধান সেবাইত রয়েছেন ব্রাহ্মণ পরিবারের। কতদিনের পুরনো এই পীরবাবার মাজার তা পরিষ্কার করে বলতে পারেন না এলাকার প্রবীণেরাও। অনেকেই বলেছেন জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি পুরাতন মালদার এই পীরবাবার মাজার। পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরতলায় রয়েছে জংলি পীরবাবার মাজার। যা ভক্তদের কাছে এক অলৌকিক ধার্মিক স্থান হিসেবেই পরিচিত। ভক্তদের দাবি, বিভিন্ন সময় ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই এলাকার সমস্ত বটগাছ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও টিকে রয়েছে জংলি পীরবাবার মাজারের এই বিশাল বটগাছটি। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে ধুমধাম করেই পীরবাবার মাজারের তিলুয়ার ভোগ দিয়ে শুরু হয় উৎসব। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা একত্রিত হয়ে পীরবাবার মাজারের পুজো দেন এবং উৎসবে সামিল হন। ভক্তদের দাবি, ভক্তিভরে মানত করলে সমস্ত মনস্কামনা পূরণ হয়। আর তাতেই সোমবার মকর সংক্রান্তির দিন ভিড় উপচে পড়ল ভক্তদের। এদিন এই পীরেরমাজারকে ঘিরেই চলে হিন্দু এবং মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু এবং মুসলিম ভক্তদের দাবি, পীরবাবার কাছে মনের কামনা পূরণ হয় বলেই ভোগ নিবেদন করতে একবার অন্তত মকর সংক্রান্তির দিন এখানে আসেন তাঁরা। পীরবাবার প্রধান সেবাইত অমিত কুমার মিশ্র বলেন, ১৯৬৩ সাল থেকে আমার পরিবার পীরবাবার মাজারের সেবা করে আসছি তবে এটা কতদিনের পুরনো কেউ বলতে পারে না। এবারের জংলি পীরবাবার ৬৩ তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন রীতি মেনেই পীরের মাজারে মকর সংক্রান্তির দিন সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের আসেন পুজো দিতে। ভোগ নিবেদন করার পাশাপাশি অনেকেই নিজেদের ইচ্ছাপূরণের মানত করেন। সেই মনস্কামনা পূরণ হয়, তার জন্য প্রতিবছর পীরবাবার মাজারে ভক্তদের ভিড় হয়। পুলিশ, প্রশাসন ও মুচিয়া অঞ্চলের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পীরবাবা উৎসব কমিটির কর্মকর্তা শ্রীপতি মণ্ডল বলেন, একদিনের পীরবাবার মাজারের উৎসব ও মেলাকে ঘিরে প্রচুর মানুষ আসেন। সকলেই সিন্নি ভোগ থেকে শুরু করে বাতাসা, তিলুয়ার ভোগ হিসেবে দিয়ে থাকেন। অনেক দম্পতিরা আসেন সন্তান লাভের আশায়। যাদের মনস্কামনা পূরণ হয় তাঁরা তাদের শিশু, সন্তানদের নিয়ে আসেন পীরের মাজারে। দিনভর ধুমধাম করে চলে পীরবাবার উৎসব। পাশাপাশি একটি মেলা বসে। যেখানে বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের দোকানও থাকে। সবমিলিয়ে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের যৌথ উদ্যোগে জংলি পীরবাবার মাজারের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরে তৃণমূলের রাম মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে দেশ জুড়ে। তার আগে মকর সংক্রান্তির দিন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বোধন হল আরেক রাম মন্দিরের। মেদিনীপুরে সোমবার সেই রামের মন্দিরের উদ্বোধন করলেন তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া। মেদিনীপুর শহরে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। রাম, সীতা ও হনুমানের মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে সেই মন্দিরে। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষের দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থে এই মন্দির তৈরি করছে তৃণমূল। সোমবার কুয়াশা ঢাকা সকালে কংসাবতী নদীর গান্ধি ঘাটে মকরের পুণ্য স্নান করতে হাজির হয়েছিলেন শহরবাসী। কড়া নিরাপত্তায় মকর সংক্রান্তির দিনে রাম-সীতার মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে। মন্দির আগেই তৈরি করা হয়েছিল। সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। জানা গিয়েছে, ওই জায়গায় একটি হনুমান মন্দির ছিল।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ

Ludlow

রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
CIN: L65993WB1979PLC032394
ফোন : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ফ্যাক্স নং ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ই-মেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com

পর্ষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা, **মঙ্গলবার, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে **৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩** তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা করা হবে।
উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com -এর সঙ্গে সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫.০১.২০২৪

FORM G (RE-ISSUE)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR M/S MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED OPERATING IN TRADING OF CONSUMER PRODUCTS AT KOLKATA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	**M/S MANIKARAN VINCOM PRIVATE LIMITED** PAN: AAFCM6071P CIN: U51109WB2008PTC122141
2.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	9/A/1B, Chetla Road, Kolkata-700027, West Bengal
3.	URL of website	Not available
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Not available
5.	Installed capacity of main products/ services	The company is involved in trading of Consumer Products
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	F.Y: 2022-23 Total Income : NIL Operating Revenue : NIL
7.	Number of employees/ workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	**Email for correspondence: basu_anal@rediffmail.com manikara.vincom@gmail.com**
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	**Email for correspondence: basu_anal@rediffmail.com manikara.vincom@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	31st January, 2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	10th February, 2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	15th February, 2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	25th February, 2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	01st March, 2024
15.	Last date for submission of resolution plans	31st March, 2024
16.	Process email id to submit Expression of Interest	**basu_anal@rediffmail.com manikara.vincom@gmail.com**

Sd/
Anal Basu,
Resolution Professional
IBBI Registration no.: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012
For Manikaran Vincom private limited

Date : 16.01.2024
Place : Kolkata

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্র সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
আরওসি নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ এর সমীপে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ এর বিষয়ে
এবং
"চন্দ্রমুখী ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড"
CIN : U51101WB2008PTC129946
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা: **৬৭/৪৪ স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং ১৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬ -এর বিষয়ে।**
......**আবেদনকারী**
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি **"আরওসি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ"** থেকে **"আরওসি দিল্লি, ভারত"** -তে রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য **১৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন **ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in)** বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নর্থ ওয়েস্টার্ন রিজিওন, **আরওসি নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪(চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায়: **৬৭/৪৪ স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং ১৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০৬।**

চন্দ্রমুখী ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড
আবেদনকারীর পক্ষে ও জন্যে
DIN No : 10219188
সাহিল (ডিরেক্টর)
আর/ও-বাড়ি নং- ৪২, নাসিরপুর গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২০১০০১

তারিখ: ১৬/০১/২০২৪
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের মাধ্যমে কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) তে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব- সেকশন (৪)
-এবং-
কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০(৫) (এ) -এর বিষয়ে
-এবং-
কার্শিয়াং কম্পিউটার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U72900WB2008PTC123924), নিবন্ধিত **অফিসের ঠিকানা:** চার্চ রোড, প্রথম তল, মারোয়ারি পঞ্চায়েত ভবনের বিপরীতে, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, -এর বিষয়ে। ....আবেদনকারি
এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"হরিয়ানা রাজ্য"** -তে তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ১৫ই নবেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এর কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন **ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ ২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in)** বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে আঞ্চলিক অধিকর্তার কাছে, আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, নিজাম প্যালেস ২, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে উপরে বর্ণিত ঠিকানায় তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে।

কার্শিয়াং কম্পিউটার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে এবং জন্যে
স্বা/-
গৌতম আগরওয়ালা
(ডিরেক্টর)
DIN : 01893933

তারিখ: ১৫/০১/২০২৪
স্থান: শিলিগুড়ি

PUBLIC NOTICE
Lost/Found

Information is given to all concerned that my client Mrs. Kabita Lahiri, wife of Late Satyendra Narayan Lahiri is the owner of the property situated at Mouza - Ghola, Dag No. - 121, Khatian No. - 334, within Panihati Municipality under Ward No. - 31, H. B. Town Road No. - 7 (East), P.O. - Sodepur P.S. - Ghola, Kolkata - 700110, District - North 24 Parganas. A file containing the deeds and documents in relation to the property is missing since 01/01/2024. The original Deed of Partition being No. 3296 for the year 1991, registered at the office of the A.D.S.R. at Lalbagh, Murshidabad is missing which was in the file. A General Diary was lodged at Ghola Police Station (being GDE No. 132 dated 02/01/2024). If anyone finds the same, kindly return me within 15 days from today.

Swarnankur Dutt
Advocate, High Court, Calcutta
98307 60115

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস: দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা, বর্ধমান দুর্গাপুর, পিন- ৭১৩২০৬, পঃবঃ, ই-মেইল আইডি: gaddurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস প্রয়োজন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর এর বাহির **অন্ডাল শাখার** জন্য নতুন প্রেমিসেস প্রয়োজন। উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিল্ডিং এর প্রথম তলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী বিল্ডিং মালিকদের, যাদের এই ধরনের নবনির্মিত বিল্ডিং / প্রেমিসেস অবিলম্বে বা ৩ মাসের মধ্যে ব্যাংকে হস্তান্তরের জন্য উপলব্ধ রয়েছে, তাদের বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ, ইজারা দলিলের অনুলিপি, অনুমোদিত মানচিত্র, প্রস্তাবিত মুল্য ইত্যাদি সহ তাদের সম্পূর্ণ পূরণ করা প্রস্তাব জমা দিতে হবে। পূরণ করা ব্যাঙ্কের ফর্মটি **২২.০১.২০২৪** তারিখের মধ্যে একটি বন্ধ খামে আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরে জমা দিতে হবে বা আপনি আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর বা নিকটস্থ শাখা- ভিরিঙ্গে মোড় থেকে ফর্ম এবং অন্যান্য শর্ত পেতে পারেন। কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার বা সকল টেন্ডার বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত থাকবে।

শাখার বিশদ

ক্র. নং.	শাখার নাম	পিন নং	ব্লক	জেলা	এলাকা
১.	অন্ডাল	৭১৩৩২১	১	বর্ধমান	১০০০-১৫০০ বর্গফুট

তারিখ: ১৫.০১.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
আঞ্চলিক প্রধান, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
{রুল ৮(১)} এর অধীন

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ রোড শাখা, ৩৫/৩৬, কৃষ্ণনাথ রোড বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ০৭.১১.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা-শ্রী গোপীনাথ দাস, পিতা প্রয়াত সুধীর কুমার দাস, ঠিকানা- ৩৯/এ, ক্ষেত্র মনি রাজাকিনী লেন, পোস্ট- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩, সহ-ঋণ গ্রহীতা ও বন্ধকদাতা- শ্রীমতী চম্পা দাস (চ্যাটার্জি), স্বামী- শ্রী গোপীনাথ দাস, ঠিকানা- ৩৯/এ, ক্ষেত্র মনি রাজাকিনী লেন, পোস্ট-খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩, আমাদের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ রোড শাখার সঙ্গে ক্যাশ হাউস বিল্ডিং লোন (এ/সি. নং ৫০১৪২৩৮৫৫৮৭, সীমা ৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫০১৭০৩৪৬৭২৪ সীমা ১.৫০ লক্ষ টাকা) সুবিধা বজায় রেখেছেন - কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত ৩,৩৯,৫৭৯.৫৯ টাকা (তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো ঊনআশি টাকা উনষাট পয়সা মাত্র) ০৬/১১/২০২৩ অনুযায়ী পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ গুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ১২ই জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৭৩,৩৯,৫৭৯.৫৯ টাকা (তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো ঊনআশি টাকা উনষাট পয়সা মাত্র) ০৬/১১/২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমি এবং দোতলা আবাসিক বাড়ি বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - খাগড়া, জে.এল. নং ৯৭, খতিয়ান নং. আর.এস. ১৩২, এলআর ৮২৩৪, নতুন এলআর খতিয়ান নং. ১০২৫৩, প্লট নং. আরএস ১৩৬৮/২২৬৮, এলআর ১৭৮৭, হোল্ডিং নং ৫২, ক্ষেত্রমণি রাজাকিনি লেন, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমাপ - ২.২২ ডেসিমেল, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৮৩০৮, বই নং ১, ভলিউম নং ২২, পৃষ্ঠা ১১৫২-১১৬১ তারিখ - ০৮.০৮.২০১২ অনুযায়ী, সম্পত্তিটি শ্রীমতী চম্পা দাস (চ্যাটার্জি), স্বামী-শ্রী গোপীনাথ দাস এর নামে আছে। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- ৬ ফুট রোড, দক্ষিণ- সজলের বাড়ি, পূর্ব- গলি, পশ্চিম- ভজন এর বাড়ি দ্বারা ।

তারিখ: ১২.০১.২০২৪
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Career Opportunity

SIBIN LEARNING CART PVT.LTD

Requirement : **Vocational Trainer** *Remuneration :* **20,000/- PM**

SIBIN LEARNING CART PRIVATE LIMITED, Training Provider, West Bengal, requires professional qualified Vocational Trainers for the implementation of Vocational Education project under **Centrally Sponsored Scheme of Vocational School Education(CSS–VSE)** of West Bengal for the following Sectors. **Location -** All Over West Bengal.

SL No	Sector	Vacancy
1	Tourism & Hospitality	40
2	IT & ITES	40
3	Retail	40
4	Agriculture	13
5	Food Processing	23

- **Age: -** 18 to 40 Years, (Age relaxation rules implemented as per the West Bengal Govt. norms.)
- **Last date for Application:** 23.01.2024.
- All positions are contractual in nature
- Preferences will be given to candidates with Higher Qualification (Sector Specific) and work experience.
- Eligible & Interested candidate can apply through the link - **jobnsqfwb.sibingroup.com**

N.B :
1. If you have any quarries please contact @ **koustav.gupta@sibinlearningcart.com** **i) 8100197572 ii) 9832218459 iii) 8017794307**
2. Use Google Lens to scan the QR code (for sector wise required qualifications details) **www.sibingroup.com**

SCAN ME

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার নাম ঠিকানা / শাখা	ক. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ. দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: সঞ্জয় কুমার লোহিয়া** **ঠিকানা ১:** এসি-১৪৩, সেক্টর- ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৪ **ঠিকানা ২:** ফ্ল্যাট ১এ, প্রথম তল, ঋদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৫২০, ৯৫ নগেন্দ্র নাথ রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮ **ঠিকানা ৩ :** ফ্ল্যাট নম্বর , ২এইচ, ব্লক - ৬, নিউ টাউন, ক্লাব টাউন গেটওয়ে, হাতিয়ারা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১৫৭ **(এ/সি - ৫০২৬৪৭৯৭৭৩৮)** **শাখা: মুকুল বোস রোড**	**ক. ২৫.১০.২০২৩** **খ. ১০.০১.২০২৪**	**২০,৫৯,৯৫২.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ উনষাট হাজার নয়শো বাহান্ন টাকা মাত্র)	'রিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট (একটি চারতলা বিল্ডিং)' এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮০০.০০ বর্গফুট সমন্বিত ফ্ল্যাট নং- ১এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যার হোল্ডিং নম্বর - ৩০৩ (পুরাতন)/ ৫২০ (নতুন), নগেন্দ্র নাথ রোড - দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত ২৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, - খতিয়ান নং - ৭২৯ এর অধীনে দাগ নং - ১৫৪৭ এর সাথে সম্পর্কিত মৌজা- - সাতগাছি মধ্যে প্লট নং ৫এ, জেএল নং - ২০, তৌজি নং - ৩০৮৩, রে. সা. নং -১৫৪ এবং উল্লিখিত সম্পত্তি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: **ক) উত্তরে-** প্লট নং ৫; **খ) দক্ষিণে-** প্লট নং ৫বি; **গ) পূর্বে-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **ঘ) পশ্চিমে-** শাচী বাগান দ্বারা।
২.	**অংশীদার এবং জামিনদার: মেসার্স জয়শ্রী এন্টারপ্রাইজ, শ্রীমতী টুম্পা নাগ,** স্বামী- জগৎজ্যোতি নাগ, শ্রীপল্লী, বান্দিপুর, রাহারা, খড়দা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১৮ এবং **অংশীদার এবং জামিনদার:** শ্রীমতী সৌমিতা নাগ ও দেবজ্যোতি নাগ, শ্রীপল্লী, বান্দিপুর, রাহারা, খড়দহ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৮ এবং **জামিনদার:** শ্রী দেবজ্যোতি নাগ শ্রীপল্লী, বান্দিপুর, রাহারা, খড়দহ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৮ **(এ/সি - ৫০৪৭২২৬৯৬৯৮, ৫০৫১৯৭৫৫৬৩৩, ৭০৯১২২০২০৩ ৫০৪৮৪৩৭৩৫২৫)** **শাখা- এসএমই ফাইন্যান্স**	**ক. ৩১.১০.২০২৩** **খ. ০৯.০১.২০২৪**	**৭৫,০৬,৮৩০.০০ টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ ছয় হাজার আটশত ত্রিশ টাকা মাত্র) ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও তার উপর প্রযোজ্য চার্জ	সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী একচেটিয়া চার্জ যার মৌজা - বান্দিপুর, জেএল নং - ১৭ দাগ নং ৮৪০, খতিয়ান নং ৪৩৫২ এবং ৪৩৬১ থানা- খড়দহ, বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা দেবজ্যোতি নাগের নামে, পিন - ৭০০১১৮। **সীমানা: উত্তরে-** ৮ ফুট চওড়া পথ, **দক্ষিণে-** উত্তম সাহার একতলা বাড়ি, **পূর্বে-** ৮ ফুট চওড়া প্যাসেজ, **পশ্চিম -** বিমলেন্দ্র মুজুমদারের বাড়ি।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সোনার কেল্লা জুয়েলার্স,** ৪৪৫৪, গড়িয়া স্টেশন রোড, আরিয়া মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৪ **অংশীদার:** শ্রী সুব্রত সরকার এবং শ্রী শুভ সরকার **ঠিকানা:** ২২৪, গ্রীন পার্ক, কুমড়াখালী দক্ষিণ, রাজপুর সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৩ **(এ/সি - ৭১৭৩৪১৯১১৬)** **শাখা- গড়িয়া**	**ক. ২৫.০৫.২০২৩** **খ. ১৫.০১.২০২৪**	**২৮,৮৫,৪১১.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো এগারো টাকা মাত্র) ১৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ	বিদ্যমান দ্বিতল ভবন সহ ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কুমড়াখালি, জেএল নং - ৪৮, তৌজি নং - ২৫৬/১৫১০, আরএস খতিয়ান নং - ৩১৫৭, এলআর দাগ নং ১৯২৫ রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার মূল্যায়ন নং - ১১০৬৩৬৩০২৫ এর মধ্যে ওয়ার্ড নং - ২৭, হোল্ডিং নং - ২১৯, ৩, কুমড়াখালী, থানা- সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩. **সীমানা: উত্তরে-** প্লট নং - ২২৩ দ্বারা, **দক্ষিণে-** প্লট নং - ২২৫ দ্বারা, **পূর্বে-** বিশ্বনাথ দাসের সম্পত্তি দ্বারা, **পশ্চিমে-** ২২০ নম্বর সড়ক দ্বারা।

তারিখ: ১৫.০১.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে ইস্পাত কারখানা ফের চালুর দাবি আইএনটিটিইউসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নির্দেশে কাঁকসার একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় অচলাবস্থা কেটেছে বলে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা আইএনটিটিইউসি নেতা দীপঙ্কর লাহা দাবি করেন। তিনি জানান, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায় এবং শ্রমিকদের ইচ্ছায় এবং উভয়পক্ষের সহমতে কারখানা চালু করা হয়েছে সোমবার থেকে। কারখানাটি বন্ধ ছিল ২২ ডিসেম্বর থেকে।

দীপঙ্কর লাহার দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে বিনা কারণে কোনও কারখানা বন্ধ থাকবে, তা মেনে নিতে পারে না আইএনটিটিইউসি। সোমবার কারখানার গেটে চালুর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সোমবার কারখানা চালু হওয়ার খবর চাউর হতেই আনন্দে মেতেছেন শ্রমিকরা।

প্রসঙ্গত, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাঁকসার বামুনাড়ার এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারখানা বন্ধ হয়ে

MACKEIL
ISPAT & FORGING LTD.

Date – 15.01.2024

NOTICE

Further to our notice dated 22.12.2023 We hereby intimate that the Suspension of work has been revoked with immediate effect, and all are advised to resume their work as usual.

For Mackeil Ispat & Forging Ltd.

Authorised Signatory

যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন ওই কারখানার শ্রমিকরা। গত কয়েকমাস আগে কয়েকজন শ্রমিককে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। কাজের দাবিতে ও অন্যান্য দাবি নিয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল, চার শ্রমিকের সাসপেনশন তুলে নিতে হবে। বহিরাগতদের নিয়োগ চলবে না, স্থানীয়দের নিয়োগ করতে হবে। শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে কর্তৃপক্ষ কড়া পদক্ষেপ করে। কর্তৃপক্ষ কারখানায় বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেয় উৎপাদন বন্ধের। কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের বিজ্ঞপ্তি দেয় এই অভিযোগ তুলে 'কাজ স্থগিত করার নোটিশ'। শ্রমিকদের দ্বারা চরম অসদাচরণের কারণে কারখানার আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত কাজ স্থগিত ঘোষণা করা ছাড়া কর্তৃপক্ষের কাছে আর কোনও বিকল্প নেই। এই ঘটনার জন্য শুধুমাত্র শ্রমিকরাই দায়ী থাকবেন বলে জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ষণ্ডেশ্বর মন্দিরে যজ্ঞ লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাম মন্দির উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বর মন্দিরে যজ্ঞ করলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি নেতা কর্মীদের নিয়ে সকাল সকাল তিনি ষণ্ডেশ্বরতলা মন্দিরে আসেন। তারপরে পুজো করেন। পুজো শেষে গঙ্গার ঘাটে শান্তি কল্যাণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

এই বিষয়ে সাংসদ বলেন, 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ২২ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির মতো পবিত্র দিনে তাই যজ্ঞ করলাম। রামের আশীর্বাদ সবার মাথায় থাকুক। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব পাঁচশো বছর পরে রামলালার প্রাণ

প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষ সনাতনী চিন্তা ভাবনার দিকে ঝুঁকেছে। আমরা মনে করি, অশুভ শক্তিকে বিদায় করে শুভ শক্তিকে নিয়ে আসতে পারব।'

সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা চাইব তৃণমূলও আসুক। তাদের যদি না ইচ্ছা করে, তারা যদি রাম নাম শুনলেই পালিয়ে যায়, জয় শ্রীরাম শুনলে মনে করে খারাপ শব্দ, তাদের কাছে তো এটা মনেই হবে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে এত উদগ্রীব কেন সবাই। ভারতের সাধুরা সনাতন ধর্মের প্রচার করে গিয়েছেন। আমাদের শিকড় আমাদের ভিতরে রয়েছে। সেগুলোকে আরও বেশি করে অনুভব করা উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। মনে রাখতে হবে, ধর্ম শুধু ধর্মের জন্য নয়, ধর্ম মানে সেবা। ধর্ম মানে মানুষকে প্রকৃত ভাবে সেবা করতে পারব। এবার থেকে এগিয়ে যাব এবং আমাদের বিচারধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

ঘুড়ির প্যাঁচে পুলিশের ড্রোন পড়ল মাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুরে পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোয় নজরদারি। পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ প্রাচীন। শ্রীরামপুর রেল ব্রিজের ওপর সুতো জড়িয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন অনেকেই। তাই সতর্ক ছিল পুলিশ। পৌষ সংক্রান্তিতে চিনা সুতোর ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ঘুড়ি ওড়াতে কেউ নিয়ম ভাঙছে কি না, তা দেখতে ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছিল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। সেই ড্রোনকেই প্যাঁচে ফেলে ভোকাট্টা করে দেয় ঘুড়ি উড়িয়েরা।

শ্রীরামপুর পাঁচবাবুর বাজার, রেল ব্রিজের ওপর ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা চলছিল। সেই প্যাঁচে পড়ে পুলিশের ড্রোন মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলেন এক ব্যক্তি, তিনি বলেন, 'পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। আমরা প্রতি বছর ঘুড়ি ওড়াই। কটন সুতো ব্যবহার করি। কিন্তু অনেকেই আছে চিনা মাঞ্জার সুতো ব্যবহার করে, যা থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। সচেতন হওয়া জরুরি। না হলে মানুষের বিপদ হতে পারে।' শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলর গৌরমোহন দে বলেন, 'পুলিশ ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছিল। কিছু ছেলে সেই ড্রোনকেই প্যাঁচে ফেলে দেয়। আমরা চাই মানুষ সচেতন হোক।

জলে তলিয়ে মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে বুদবুদের রণডিহা ড্যামে। মৃতের নাম শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৮ বছর। বারে বারে একই ঘটনা ঘটার পরেও পুলিশের নজরদারি অভাবের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে ঘিরে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের অমড়াগড় থেকে চার বন্ধু এদিন বিকেলে দামোদর নদের ড্যামে বেড়াতে আসেন। দামোদরে স্নান করতে নেমে হঠাৎই বিকেল চারটে নাগাদ তলিয়ে যান শুভজিত। শুভজিৎকে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় জেলেরাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ শুভজিতের দেহ উদ্ধার হয়। বুদবুদ থানার পুলিশ দেহ নিয়ে যায় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পালিত টুসু পরব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ও পুরুলিয়া জেলার মানভূম কালচারাল আকাদেমির আয়োজনে সোমবার শিমুলিয়ার কাঁসাই নদীর পাড়ে অনুষ্ঠিত হল টুসু পরব। এদিন টুসু মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। এই মেলায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ টুসু গীত ও টুসুর চৌদল প্রতিযোগিতা।

সোমবার ছিল মকর সংক্রান্তি। পুরুলিয়া জেলার একটি বড় উৎসব। আর এই উৎসবে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সামিল হয়।*পুরুলিয়ার কংসাবতী নদী সহ জেলার বিভিন্ন নদীতেই মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জমে ওঠে অস্থায়ী মেলা। আর সেই মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম । সোমবার পুরুলিয়ার কংসাবতী নদীতে এমনি একটি গ্রামীণ মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল।*যদিও উৎসবকে আরও জনপ্রিয় করতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সোমবার পুরুলিয়ার কংসাবতী নদীতে টুসু গীত প্রতিযোগিতা ও টুসুর চৌদল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায়। কংসাবতী নদীতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, রঘুনাথপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সায়ন ঘোষ, পুরুলিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান নবেন্দু মাহালি সহ অন্যান্যরা।

সভাধিপতি বলেন, 'সম্প্রতি এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করার ফলে শিল্পীদের আগ্রহ অনেকাংশে বেড়েছে।*এদিন কংসাবতী নদীতে টুসু বিসর্জনকে কেন্দ্র করে কংসাবতী নদীতে একটা অস্থায়ী মেলা হয়। সেখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। ছিল কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা।'

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘুড়ি উৎসবে মেতে আট থেকে আশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি সকলেই। এদিন সকাল থেকে বর্ধমান শহরের অধিকাংশ বাড়ির ছাদে ছাদে দেখা যায় যুবক-যুবতীদের ঘুড়ি ওড়াতে। আগে একটা সময় দেখা যেত এই দিনে বর্ধমান শহরের আকাশ জুড়ে শুধুই ঘুড়ি। তবে মোবাইলের যুগে এখন কিছুটা ভাটা পড়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে।

যদিও কিছু কিছু ছেলেমেয়েরা জানায়, বছরে এই একটা দিন ঘুড়ি না ওড়ালে উৎসবটা মাটি হয়ে যাবে। মোবাইল তো সঙ্গে আছে, তবে সারাদিন ধরে ছাদে ঘুড়ি উড়িয়ে ,অন্যের ঘুড়ি কেটে আনন্দ পাওয়াটা একটু অন্য রকম। এ যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। যাদের ঘুড়ি কেটে দেওয়া হয়, তাদের দিকে চিৎকার করে ভোকাট্টা বলে গলা ফাটানোর মজা অনেকটাই আলাদা। যেটা বর্তমান সমাজের যুবক-যুবতীদের মধ্যে খুব কম রয়েছে। তবে এদিন অনেকের ছাদ থেকে ভোকাট্টা চিৎকার করার পাশাপাশি ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে ছাদেই পিকনিক করতে দেখা যায় অনেককে। যদিও সোমবার সকাল থেকেই সূর্যের দেখা মেলেনি। সকাল থেকেই গোটা আকাশ কুয়াশায় ঢেকেছিল। দুপুরে কিছুটা সূর্যের আলো দেখা দিলেও কনকনে ঠান্ডা ছিল সকাল থেকেই। তার সঙ্গে হাওয়া চলায় এদিন আকাশে বেশ কিছু ঘুড়িও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিশেষ করে মকর সংক্রান্তির দিনই এই ঘুড়ি মেলা হয়। অন্যান্য জায়গায় বিশ্বকর্মা পুজো বা সরস্বতী পুজোর সময় ঘুড়ি মেলা দেখতে পাওয়া যায়, তবে বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি মেলা এই মকর সংক্রান্তির সময় দেখা যায়।

বাজেট, পেশাদার অভিনেতা ছাড়া চলচিত্র স্বীকৃত দেশ-বিদেশে

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়ায় তৈরি একটি জিরো বাজেট ফিচার চলচিত্র 'কলমকাঠি' ইতিমধ্যেই সুইডেন এবং তুর্কি থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেখানো হয়েছে কলকাতা চলচিত্র ফেস্টিভ্যালে বিজলি সিনেমা হলে। ভিন দেশ থেকে শুরু করে ভিন জেলার মানুষ 'কলমকাঠি' উপভোগ করেছেন।

কলমকাঠি পরিবার পাঁচটা হ্যারিকেন এবং চারটে লণ্ঠনকে সম্বল করেই একটি রূপকথাকে বাস্তবে পরিণত করেছে। বিন্দুমাত্র মেকআপ ব্যবহার করা হয়নি। আরও অবাক হওয়ার বিষয় হল, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের শুটিংয়ের কস্টিউম নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হয়েছে। বাঁকুড়ায় তৈরি সেখানকার মানুষদের দ্বারা পরিচালিত-অভিনীত এই সিনেমা অবশেষে দেখল বাঁকুড়ার মানুষ। উন্মাদনা পৌঁছে গিয়েছিল অন্য পর্যায়ে। বাঁকুড়া শহরের রবীন্দ্রভবনে দেখানো হয় 'কলমকাঠি'। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা।

ইংরেজিতে 'বিগার পিকচার' বলে একটা কথা আছে, যার অর্থ হল বড় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। 'কলমকাঠি' সেই চেষ্টাই করেছে। লেখক থেকে পরিচালক, বেশিরভাগ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী এবং এডিটর সকলেই বাঁকুড়ার বাসিন্দা। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জানা- অজানা জায়গায় হয়েছে শুটিং। খাতড়া মহকুমার সোনামণি পাহাড় এবং বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন রাজগ্রামে হয়েছে শুটিং। নিজের জেলার জায়গা এবং বাঁকড়ি ভাষায় সিনেমা দেখে একপ্রকার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন দর্শকরা। এমনিতেই বাঁকুড়া শহরে কোনও সিনেমা হল নেই। যেগুলি ছিল সেগুলি সব বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তারই মধ্যে হঠাৎ করে সকলের প্রিয় মঞ্চ রবীন্দ্রভবনে একটি 'ফিচার ফিল্ম' উপভোগ করে আবেগ আপ্লুত বাঁকুড়ার মানুষ।

'কলমকাঠি'র সাফল্য গাঁথা এখন বাঁকুড়াবাসীর মুখে মুখে ঘুরছে। কোনও বাজেট এবং পেশাদার অভিনেতা ছাড়াও যে চলচিত্র নির্মাণ করা যায় সেটাই প্রমাণ করেছে কলমকাঠি পরিবার। হাজার হাজার যুবক-যুবতীর জন্য উদাহরণ এবং অনুপ্রেরণার কাজ করবে বাঁকুড়ার এই সিনেমা।

KESORAM

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN: L17119WB1919PLC003429

ই-মেল : corporate@kesoram.net | ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৯/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১/১২/২০২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১/১২/২০২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৯/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩১/১২/২০২২ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩১/১২/২০২২ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯০২.২৩	৯০৭.৯২	৯৪৪.৪৭	২,৭৬৮.৫৯	২,৫৯২.১৫	৩,৬০৩.৯৩	৯৭০.৪৮	৯৬৫.৪৬	৯৯৯.৯৩	২,৯৪১.৯৮	২,৭৭৭.৪৯	৩,৮৪৮.৩১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(৩৮.৫৬)	(৪৭.২৪)	(১৭.০৫)	(৯৬.২৭)	(১২৮.০২)	(১৩৩.১৩)	(৫১.৩০)	(৭০.৯০)	(৩৭.৮৪)	(১৫৭.৪৩)	(১৮৬.৫৭)	(২১১.৭৩)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) (*)	(৩৮.৫৬)	(৪৭.২৪)	(১৯০.১২)	(৯৬.২৭)	(৩০১.০৯)	(৩০৬.২০)	(৫১.৩০)	(৭০.৯০)	(২১০.৯১)	(১৫৭.৪৩)	(৩৫৯.৬৪)	(৩৮৪.৮০)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) (*)	(৩৬.১২)	(৩৪.৭১)	(২৭.১৯)	(৭৮.৫১)	(১০৯.৫৯)	(১১৫.৬৭)	(৪৮.৮৬)	(৫৮.৩৭)	(৪৭.৯৮)	(১৩৯.৬৭)	(১৬৮.১৪)	(১৯৪.২৭)
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের নিট)]	(৩৬.৪৪)	(৩৪.৫১)	(২৪.৭০)	(৭৮.৯৬)	(১০৭.১০)	(১১০.৪৮)	(৪৯.৩৮)	(৫৮.৫৫)	(৪৫.১৬)	(১৪০.৭০)	(১৬৪.৬৫)	(১৮৯.৮৫)
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৩৩৭.৪৭	-	-	-	-	-	১৬২.৪৩
৮	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
৯	নিট মূল্য	৫৬৬.১১	৬০২.৬৫	৬৪৮.৭৬	৫৬৬.১১	৬৪৮.৭৬	৬৪৫.২৪	২৮৭.৮২	৩৩৭.৩৭	৪৫৪.১০	২৮৭.৮২	৪৫৪.১০	৪২৮.৭৩
১০	প্রেফারেন্স শেয়ার ব্যতীত বকেয়া ঋণ	১,৭৫১.৪৮	১,৭৮১.৭৩	১,৬৪৮.১০	১,৭৫১.৪৮	১,৬৪৮.১০	১,৬৯৪.৬০	১,৯৫৮.৭৪	১,৯৮০.২৬	১,৮৬৬.৪৭	১,৯৫৮.৭৪	১,৮৬৬.৪৭	১,৮৯৮.৫২
১১	বকেয়া রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (ঐচ্ছিকভাবে পরিবর্তনযোগ্য রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার সহ)	৩৯.৯১	৩৯.০৬	৩৬.৭২	৩৯.৯১	৩৬.৭২	৩৭.৩৭	৩৯.৯১	৩৯.০৬	৩৬.৭২	৩৯.৯১	৩৬.৭২	৩৭.৩৭
১২	ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত	৩.১৫	৩.০১	২.৫৯	৩.১৫	২.৫৯	২.৬৮	৬.০২	৫.৩০	৩.৮২	৬.০২	৩.৮২	৪.১০
১৩	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/-টাকা মূল্যের)												
	১. মৌলিক (টা.)	(১.১৬)	(১.১২)	(০.৮৮)	(২.৫৩)	(৩.৯৮)	(৪.০৭)	(১.৫৭)	(১.৮৮)	(১.৫৪)	(৪.৫০)	(৬.১০)	(৬.৮৩)
	২. মিশ্রিত (টা.)	(১.১৬)	(১.১২)	(০.৮৮)	(২.৫৩)	(৩.৯৮)	(৪.০৭)	(১.৫৭)	(১.৮৮)	(১.৫৪)	(৪.৫০)	(৬.১০)	(৬.৮৩)
১৪	ক্যাপিটাল রিডেম্পশন রিজার্ভ	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯
১৫	ঋণপত্র রিডেম্পশন রিজার্ভ	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই
১৬	ঋণ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	১.২১	১.৪৯	৩.০৪	১.৩১	১.২৬	১.২৯	১.১৩	১.১২	২.৭০	১.০৯	১.০৮	১.১০
১৭	সুদ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	০.৯১	০.৮২	১.০২	০.৯৬	০.৭৮	০.৮৮	০.৮৬	০.৬৮	০.৮৮	০.৮৩	০.৬৬	০.৭৬

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের নির্যাস মাত্র। এসইবিআইএলওডিআরডি -এর রেগুলেশন ৫২(৪) অধীনে প্রকাশ সহ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com -তে পাওয়া যাবে।

(খ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
স্বা/-
পি রাধাকৃষ্ণান
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27102WB1999PLC089755

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

দূরভাষ (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩)২২৪৩-০০২১, ইমেল: Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫৬,২৪২.৬৮	১৫৭,৪২২.১৭	১৫৩,৯৩৯.৯৬	৪৬২,৭০৩.৫৪	৪৪১,৫৩১.৭৮	৬১৬,০৫৬.৪১	১৫৬,২৪২.৬৮	১৫৭,৪২২.১৭	৪৬২,৭০৩.৫৪
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	২,৭৯১.৩০	৬০,৬৫৮.৫২	৭,০৯০.৭৮	১০,৪৯২.৭৩	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	৬০,৬৫৮.৫২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	২,৭৯১.৩০	৬০,৬৫৮.৫২	৭,০৯০.৭৮	১০,৪৯২.৭৩	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	৬০,৬৫৮.৫২
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	২,৭৯১.৩০	৬০,৬৫৮.৫২	৭,০৯০.৭৮	৫,৭৮৩.০২	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	৬০,৬৫৮.৫২
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় { সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)}	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	২,৭৯১.৩০	৬০,৬৫৮.৫২	৭,০৯০.৭৮	৫,৭৮৩.০২	২৩,৪৬০.২৯	২০,১৫৫.৩৪	৬০,৬৫৮.৫২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৬,০৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪১,০৬২.১২	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹ ১০/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)									
	(ক) মৌলিক (₹)	১৪.৭২	১২.৭৯	২.০৩	৩৮.৮৫	৫.৭৫	৪.৪৯	১৪.৭২	১২.৭৯	৩৮.৮৫
	(খ) মিশ্রিত (₹)	১৩.২২	১১.২২	১.৫৮	৩৪.০৫	৪.৩৮	৪.১১	১৩.২২	১১.২২	৩৪.০৫

দ্রষ্টব্য:

ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪.০১.২০২৪ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

গ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
(চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00045114

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

মকর সংক্রান্তিতে অযোধ্যা সফরে যোগীরাজ্যের কংগ্রেস নেতারা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন। আমন্ত্রণ পেয়েও সংখ্যালঘু ভোটের কথা মাথায় রেখে ওই অনুষ্ঠানে থাকছেন না দিল্লির কংগ্রেস নেতারা। যদিও মকর সংক্রান্তিতে অযোধ্যা সফরে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধান অজয় রাই-সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ কংগ্রেস নেতা।

সোমবার দুপুর ২টোয় অযোধ্যায় পৌঁছন অজয় রাই। পবিত্র মকর সংক্রান্তিতে সরযূ নদীতে পুণ্যস্নান করেন। এর পর তীরবর্তী মন্দিরে পুজো দেন। অজয়ের অযোধ্যা সফরের কথা জানিয়েছেন যোগীরাজ্যে কংগ্রেসের মুখপাত্র উমা শংকর পাণ্ডে। এছাড়াও অযোধ্যায় যাচ্ছেন কংগ্রেস বিধায়ক আরাধনা মিশ্র এবং কংগ্রেসের জাতীয় সম্পাদক ধীরজ গুর্জর। সব ঠিক থাকলে রামলালার দর্শন করবেন তারা, এমনটাই জানা গিয়েছে রাজ্য কংগ্রেস সূত্রে।

উল্লেখ্য, ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পেয়েও আসছেন না মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধীরা। রামমন্দির নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। সেখানে খোদ উত্তরপ্রদেশের নিজেদের দলের নেতাদের অযোধ্যা যাত্রায় অস্বস্তিতে পড়ল কংগ্রেস। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, সংখ্যালঘু ভোটের কথা ভেবে রামমন্দির উদ্বোধনে থাকছে না খাড়গে, সনিয়ারা। সমস্যা হল উত্তরপ্রদেশের নেতাদের নির্বাচনে জিততে সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হয়। এই অবস্থায় দল বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

স্পিকারের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি: শিবসেনা গোষ্ঠীর লড়াই গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকারের 'আসল শিবসেনা' নিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা। সোমবার বিকালেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। মূলত, স্পিকারের নির্দেশের স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছেন বালসাহেব ঠাকরের পুত্র। অর্থাৎ শিন্ডে গোষ্ঠীর বিধায়কদের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় যোগদান থেকে বিরত থাকার অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন চেয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে শিবসেনা গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে। ঠাকরে এবং শিন্ডে- দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায় দল। সেই ভাঙনের সময়ই বিজেপির সমর্থন নিয়ে উদ্ধব ঠাকরেকে ক্ষমতাচ্যুত করে মহারাষ্ট্রের মসনদে বসেন একনাথ শিন্ডে। সেই সময় দু-তরফেই অপর শিবিরের বিধায়কদের পদ খারিজের আবেদন জানানো হয়। কোন শিবসেনা আসল- সেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের তরফে প্রথমে আবেদন জানানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিন্ডে শিবিরেরই জয়ী হয়। গত ১০ জানুয়ারি শিন্ডে গোষ্ঠীর শিবসেনা 'আসল' বলে রায় দিয়েছেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার রাহুল নারওয়েকার। স্পিকারের এই রায়ের বিরুদ্ধেই এবার সুপ্রিম কোর্টে গেল ঠাকরে গোষ্ঠীর শিবসেনা।

সুপ্রিম কোর্টে শিবসেনা (ইউবিটি)-র তরফে আবেদনপত্রে জানানো হয়েছে, স্পিকার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটি 'বেআইনি ও বিকৃত' এবং তিনি 'দশম তপসিল উল্টে দিয়েছেন'। সংবিধানের দশম তপসিলটি সাধারণত 'দলবদল বিরোধী আইন' নামে পরিচিত এবং এটি নিশ্চিত করে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করবেন না। স্পিকার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেও পিটিশনে উল্লেখ করেছে ইউবিটি। পিটিশনে আরও বলা হয়েছে, 'বিজেপির সঙ্গে এই বিধায়কদের যোগসাজশ অবিসংবাদিত সত্য এবং বিজেপির সমর্থনে যে একনাথ শিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেটা স্পিকার বিবেচনা করেননি।'

লোকসভা ভোটে একাই লড়ার বার্তা দিলেন মায়াবতী

লখনউ, ১৫ জানুয়ারি: যখন বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করত তৎপর কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো দলগুলি, সেই সময় বড় ধাক্কা দিলেন বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতী। ঘোষণা করলেন, আসন্ন লোকসভা ভোটে একাই লড়বেন। তবে ভোটপরবর্তী জোটের পথ খোলা আছে বলে মন্তব্য করলেন নেত্রী।

সোমবার মায়াবতী বার্তা দেন, 'বিএসপি আসন্ন নির্বাচনে কোনও দলের সঙ্গেই জোট করবে না, তবে ভোট পরবর্তী দরজা খোলা রইল।' মায়াবতীর দাবি, উত্তরপ্রদেশের দলগুলির জোট করলে ভোট বিভাজন হয়। এতে লাভের চেয়ে বিএসপির ক্ষতিই হয় বেশি। বর্ষীয়ান নেত্রী বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে জোট রাজনীতিতে বিএসপির লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। আমাদের ভোট ভাগাভাগি হয়েছে জোটের দলগুলির মধ্যে। উলটো ঘটনা কখনও ঘটেনি।' তবে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করে জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথাও খোলা রেখেছেন নেত্রী।

উল্লেখ্য, অতীতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট গড়েছিলেন দেশে দলিত রাজনীতির অন্যতম মুখ মায়াবতী। যদিও তাতে লাভবান হয়েছিল জোটসঙ্গীরাই। তবে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে তোপ দেগেছেন। বলেন, 'রাজ্যে এসসি, এসটি, ওবিসিদের পরিস্থিতি দুঃখজনক। সরকারি বা অন্য চাকরি নেই। আমার গোটা জীবন উৎসর্গ করেছি এই মানুষগুলির জন্য। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাজনীতিতেই থাকব। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করব।'

ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলার জের, ভারতে তেলের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা

সানা, ১৫ জানুয়ারি: লোহিত সাগরে যুদ্ধের মেঘ জমছে আরও। বন্ধু ইরানের মদতে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলার জের। অস্থির পশ্চিমী দুনিয়ার একাংশ। আর এই অস্থিরতার মাঝেই ভারতের জন্য দুঃসংবাদ। এই হামলার জেরে ভারতে তেলের দাম বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট বোর্জ ব্রেন্ড। তাঁর অনুমান, ভারত যেহেতু এসব এলাকা থেকে বেশ তেল আমদানি করে, সেই কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে ভারতের উপরেই। ১০ ও ২০ মার্কিন ডলার দাম বাড়তে পারে তেলের।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রেন্ডের বক্তব্য, সুয়েজ খাল সংলগ্ন লোহিত সাগরের ওই এলাকায় ঘন ঘন হাউথি জঙ্গিদের হামলার জেরে ব্যাহত হতে পারে তেল সরবরাহকারী লাইন। আর তাতেই প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ভারতের উপর। তবে তিনি এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে দ্রুতই এই হামলা বন্ধ হয়ে

যাবে। বিশ্বের সামগ্রিক বাণিজ্য সূচকের পতনের কথা উল্লেখ করে ব্রেন্ড বলেন, গত বছর যা ছিল ৩.৪ শতাংশ, এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৮ শতাংশে। তার উপর তেলের দামবৃদ্ধি হলে সূচক আরও নামবে। আর সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেই সিঁদুরে মেঘই দেখা যাচ্ছে বলে মত তাঁর।

সমস্যার সূত্রপাত লোহিত সাগরে মার্কিন বাণিজ্যতরীর উপর হাউথি জঙ্গিদের হামলা। ইরানের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের এই বিদ্রোহীরা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধে হামাসদের সমর্থক। তাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। তাই ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকেই লোহিত সাগরে হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেছে বেছে ইজরায়েলপন্থী দেশগুলোর জাহাজে হামলা চালিয়েছে তারা। ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের সুসম্পর্কের জেরে হাউথিদের নিশানা ভারতীয় বাণিজ্যতরীও। তবে এই হামলা চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহ ব্যাহত হবে। এবং তার জেরে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হতে পারে ভারতের মতো আমদানিকারী দেশকেই, এমনই আশঙ্কা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্টের।

সংক্রান্তির সকালে সব রেকর্ড ভাঙল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: মকর সংক্রান্তির সকালেই সমস্ত রেকর্ড ভাঙল সেনসেক্স। এই প্রথমবার সেনসেক্স ৭৩ হাজারের গণ্ডি পার করল। লাগামহীন উচ্চতায় পৌঁছেছে নিফটিও। বাজার খোলার মুহূর্তেই নিফটি ছিল ২২ হাজার সূচকের উপরে। স্বভাবতই খুশির হাওয়া দালাল স্ট্রিটে।

২০২৪-এর প্রথম থেকেই উর্ধ্বমুখী শেয়ার বাজার। নতুন বছরে ১৩০০ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স সূচক। ৬০০ পয়েন্ট বেড়েছে নিফটি সূচকও। তিনদিন আগেই সেনসেক্সের সূচক ৭২ হাজারের সূচক পার করেছিল। এদিন বাজার খুলতেই সেনসেক্সের সূচক ৭৩,০০০-র গণ্ডি পার করল। সকাল সাড়ে ৯টায় সেনসেক্স পৌঁছয় ৭৩২৩৫.৬০ অঙ্কে। গতকাল মার্কেট বন্ধ হওয়ার সময় সেনসেক্সের সূচক যা ছিল, তার থেকে ০.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা প্রণবকে নিয়ে লেখা বই প্রধানমন্ত্রীকে উপহার কন্যা শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় বই লিখেছেন। গত ডিসেম্বরে তা প্রকাশিতও হয়েছে। সোমবার পৌষ সংক্রান্তির দুপুরে সেই বই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন শর্মিষ্ঠা। যে ফ্রেম দেখার পর রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যদিও দু'পক্ষের তরফে এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ডায়েরি লেখার অভ্যেস ছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। সেগুলি তিনি মেয়ে 'মুন্নি'র কাছেই দিয়ে গিয়েছেন। তা থেকেই বই লিখেছেন শর্মিষ্ঠা ওরফে মুন্নি। যে বইয়ের নাম; 'প্রণব মাই ফাদার আ ডটার রিমেম্বার্স'। তাতে নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে। এমনকি, মোদি নিয়েও প্রবণবের 'নরম মনোভাব'-এর কথা বইয়ে উল্লিখিত রয়েছে বলে খবর। সেই বই মোদির হাতে গিয়ে তুলে দিলেন প্রণব-কন্যা।

প্রকাশের আগেই শর্মিষ্ঠার বই নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। মেয়ের লেখা বইয়ে রয়েছে রাহুল গান্ধি সম্পর্কে প্রণবের নানাবিধ বিরক্তির কথাও। এমনকি, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির জন্য প্রণব তাঁর ডায়েরিতে সনিয়া গান্ধি ও মনমোহন সিংকেই পরোক্ষে দায়ী করেছিলেন বলে শোনা যায়। যদিও সে সব নিয়ে কংগ্রেস কোনও কালেই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি।

রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য পদ চেয়ে সওয়াল বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

জেনেভা, ১৫ জানুয়ারি: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ চেয়ে এবার জোরাল সওয়াল করলেন বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইভিয়াস লেটারমি। একইসঙ্গে ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। লেটারমির দাবি, মোদির নেতৃত্বেই ভারতের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অগ্রগতি হয়েছে। যার ফলে বিশ্বব্যাপী স্তরে ভারতের স্থান আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থিতিশীল হওয়া উচিত। ইউএনএসসি তথা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন সেই নিরিখেই। আর যদি তা হয়, তাহলে পরিষদের বৈধতা এবং তাৎপর্য আরও বাড়বে।

জানা গিয়েছে, এক সাক্ষাৎকারে বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 'ইন্ডিয়া মিডল ইস্ট ইউরোপ ইকোনমিক করিডর' তথা আইএমইসি-রও স্তুতি করেছেন। বিশেষ করে এর সঙ্গে চিনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর তুলনা টেনে বুঝিয়েছেন প্রথমটির গুরুত্ব। তবে শুধু ভারতই নয়। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মতো বহুস্তরীয় কাঠামোর আওতায় বিশ্বের অন্যান্য আরও উন্নয়নশীল দেশেরও আসা উচিত বলেই মন্তব্য লেটারমির। যেমন ব্রাজিল, আফ্রিকার কিছু দেশ প্রভৃতি। তাঁর কথায়, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা উন্নীত হবে, যদি ভারত এবং ব্রাজিলের মতো দেশ এর সদস্য হয়। এই পদক্ষেপে পরিষদ আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠবে। বিশ শতকের পরিকাঠামো কিংবা চিন্তাধারা দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর সমস্যার সমাধান করা যায় না। মোদির প্রশংসায় বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ভূ-রাজনৈতিক জগতে ভারতের উত্থানের সব কৃতিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর। নিঃসন্দেহে ভারত এই ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। গত কয়েক বছরে মোদির নেওয়া কর্মসূচিরই ফল এই দেশের এই উত্থান।

উল্লেখ্য, আধুনিক দুনিয়ায় সময়ের দাবি মেনে পরিষদে সংস্কারের পক্ষে বারবার সওয়াল করে এসেছে নয়াদিল্লি। ভারতের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার সভাপতি সাবা করোসি। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবা করোসি বলেছিলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা মনে করে, পরিষদে আরও ভালো প্রতিনিধির প্রয়োজন রয়েছে। এমন দেশের প্রয়োজন রয়েছে যারা শান্তিস্থাপন ও মানুষের উন্নতির বৃহত্তর দায়িত্ব বহনে সক্ষম। ভারতও এমন একটি দেশ।

ভুল শুধরে বিজেপিকে হারাতে চণ্ডীগড়ে আপ-কংগ্রেস জোট

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি: আম আদমি পার্টি (আপ) এবং কংগ্রেসের মতবিরোধের জেরে দু'বছর আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের পদ দখল করেছিল বিজেপি। এবার লোকসভা ভোটের আগে সেই 'ভুল' সংশোধনে উদ্যোগী আপ ও কংগ্রেস। চণ্ডীগড়ের মেয়র পদ তপসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় সেখানে নতুন করে নির্বাচন হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি। চণ্ডীগড়ের প্রাক্তন সাংসদ ও তথা কংগ্রেস নেতা পবনকুমার বনশল সোমবার আপের সঙ্গে সমঝোতার কথা জানিয়ে বলেন, 'বিজেপিকে হারাতে আমরা একজোট হয়েছি। মেয়র পদে আপ প্রার্থী দেবে। কংগ্রেস লড়বে ডেপুটি মেয়র পদে।' চণ্ডীগড়ের পুর-অঙ্ক অনুযায়ী আপ-কংগ্রেস হাত মেলালে ক্ষমতাসীন বিজেপির মেয়র নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা। নির্বাচিত কাউন্সিলরেরাই মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচনে অংশ নেবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের পুরভোটে চণ্ডীগড়ের ৩৫ আসনের আপ ১৪, বিজেপি ১২, কংগ্রেস আট এবং শিরোমণি অকালি দল একটি আসনে জয়ী হয়েছিল।

আমেরিকায় ফের রহস্য মৃত্যু দুই ভারতীয় ছাত্রের

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি: আমেরিকায় ফের রহস্যমৃত্যু দুই ভারতীয় ছাত্রের। মাত্র ১৬ দিন আগেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন দুই পড়ুয়া। সেদেশের কানেকটিকাট প্রদেশে তাঁরা থাকছিলেন। রবিবার ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় দু'জনের। এমনটাই জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। কিন্তু মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, মৃত দুই ছাত্রের নাম গাট্টু দিনেশ ও নিকেশ। দুই পড়ুয়ারই বয়স কুড়ির মধ্যে। দিনেশ তেলেঙ্গানার ওয়ানাপার্থির বাসিন্দা ছিল। নিকেশ থাকত অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে। এখনও পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যুর আসল কারণ জানা যায়নি। কানেকটিকাটের পুলিশ দুই পড়ুয়ার পরিবারকে জানায় ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা। তবে দিনেশের বাবা গাট্টু ভেঙ্কন্নার আশঙ্কা, কার্বন মনোক্সাইডের কারণে মৃত্যু হতে পারে তাঁদের। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার স্থানীয় বন্ধুরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরও দু'জন ঘুম থেকে ওঠেননি। তখনই তাঁরা পুলিশে খবর দেয়। ডাকা হয় অ্যাম্বুল্যান্স। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

নিকেশের পরিবারের সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য জানা যায়নি এবং পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জানা গিয়েছে, দিনেশের বাবা পেশায় রিয়েলটর। গত বছর চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটেক পাশ করেছিল দিনেশ। কানেকটিকাটের সেক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের আগেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে দিনেশের পরিবারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বলে রাখা ভালো, এই ঘটনাই প্রথম নয়। গত বছরের এপ্রিল মাসে বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটার সময় হ্রদে ডুবে মৃত্যু হয় ভারতীয় দুই পড়ুয়ার। ৭ দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে হদিস মিলেছিল তাঁদের। ওই দুই ভারতীয়ের মৃত্যুতেও ঘনিয়েছিল রহস্য।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 02/ Kh-II /2023-24, Date: 11.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_644253_1 to 2** for Boundary Wall. Last date of closing bids ends on **30.01.2024 up to 11:00 AM.** & **NIet No. 03/ EO KH-II/2023-24, Date: 15.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_646209_1** for Light. For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO/BDO
Khanakul-II PS

NIT Memo no.: 26/ E.0./ Bishnupur-II dated 15/01/2024
Tender is hereby invited for (24 no work under Pathashree/Rastash ree Fund) from Bonafide and resourceful contractors having 40% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply.
Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.
Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-II Development Block South 24 Parganas

Notice Invlting e-Tender
Undersigned invites **e-NIT No.: 26/DNK-PS/2023-24, Date: 15.01.2024** for Civil Works under **Pathashree-III** Fund. Last Date of Bid Submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **29.01.2024 up to 05:00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Dhaniakhali Panchayat Samity
Dhaniakhali, Hooghly

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- Construction of the proposed Jogendra Chandra Majumdar Market Complex at Rail Bazar of Ward No. 03 under Birnagar Municipality, P.O. Birnagar, Dist. Nadia. Tender ID- 2023_MAD_616207_1

Sl No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	WBMAD/BM/14e/2023-24 (2nd Call) Memo No 25/PWD, Dated- 05.01.2024	15.01.2024 at 05.00 AM	07.02.2024 at 12.00 PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org.**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

BASUDEVPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDAR 1St Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-28/23-24, Memo No-04,Date-04.01.2024 & WBPMID/BASU/GP/NIT-29/23-24, Memo No-05,Date-04.01.2024 and WBPMID/BASU/GP/NIT-31/23-24,Memo No-10,Date-11.01.2024
Tendar Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of workat Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date **08/01/2024 & 12/01/2024,** Bid Submission end Date **27/01/2024 & 29/01/2024,** Bid Opening Date **30/01/2024 & 01/02/2024.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
e-NIT No.: 11/BON-1/2023-24 (2nd call), Date: 11/01/2024 (15th CFC UNTIED) 1 no of Road works is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from Bonafied & Eligible Resourceful Agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender Portal **23/01/2024 up to 09.00 AM.** For more details please contact at GP Office or may visit **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/লোকো ব্র্যান্ডিং/এইচডব্লুএইচ/১৯, তারিখ ১২.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের জন্য চুক্তি সম্পাদন। বিশদ বিবরণের জন্য এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-এলওসিও-৩। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০১.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **ক্রঃ নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং** যথাক্রমে ঃ **(১)** এএ/১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১। **(২)** এএ/২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১। **(৩)** এএ/৩; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১। **(৪)** এএ/৪; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১। **(৫)** এএ/৫; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১। **(৬)** এএ/৬; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১। **(৭)** এএ/৭; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১। **(৮)** এএ/৮; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১। **(৯)** এএ/৯; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১। **(১০)** এএ/১০; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১। **(১১)** এএ/১১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১। **(১২)** এএ/১২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১। **(১৩)** এএ/১৩; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১। **(১৪)** এএ/১৪; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১। **(১৫)** এএ/১৫; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১। **(১৬)** এএ/১৬; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১। **(১৭)** এএ/১৭; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১। **(১৮)** এএ/১৮; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১। **(১৯)** এএ/১৯; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১। **(২০)** এএ/২০; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১। **(২১)** এএ/২১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১। **(২২)** এএ/২২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১। **বিবরণ ঃ ক্রঃ নং (১) থেকে (৭)-এর জন্য –** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনে (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএপি-৪)-এর বাইরের সারফেসে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেইন্টিং আকারে) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইট। **ক্রঃ নং (৮) থেকে (২২)-এর জন্য –** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশনে (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএজি-৫)-এর বাইরের সারফেসে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেইন্টিং আকারে) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইট। (HWH-450/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কোহলির ফেরার দিনে ভারতের নায়ক অক্ষর-দুবে-জয়সোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অক্ষর প্যাটেল ও অর্শদীপ সিংয়ের দারুণ বোলিংয়ের পর যশস্বী জয়সোয়াল ও শিবম দুবের জোড়া অর্ধশতকে ইন্দোরে সহজ জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতেছে ভারত। ইন্দোরে তিনে নামা গুলবদিন নাইবের ৩৫ বলে ৫৭ রানের ইনিংসে আফগানিস্তান তুলেছিল ১৭২ রান, কিন্তু ভারত সেটি পেরিয়ে গেছে ২৬ বল ও ৬ উইকেট বাকি রেখেই।

এ ম্যাচে আলাদা করে নজর ছিল ২০২২ সালের নভেম্বরের পর আবার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফেরা বিরাট কোহলির দিকে। তিনে নেমে ৫ চারে ১৬ বলে ২৯ রানের ইনিংস খেলেছেন কোহলি। প্রথম ওভারে নেমেছিলেন, আউট হয়েছেন পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে; নাভিন-উল-হককে তুলে মারতে গিয়ে মিড অফে ক্যাচ দিয়ে।

কোহলি নেমেছিলেন রোহিত শর্মা আউট হওয়ার পর। কোহলির মতো দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ফিরে আগের ম্যাচে ২ বল খেলে রানআউট হয়ে ফিরেছিলেন ভারত অধিনায়ক। প্রথম পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে আজ ১৫০তম ম্যাচ খেলতে নেমে রোহিত পেয়েছেন 'গোল্ডেন ডাক'।

তাতে অবশ্য ভারতের সমস্যা হয়নি। পাওয়ারপ্লেতে ২ উইকেট হারালেও ৬৯ রান তুলে শক্ত এক ভিত পায় তারা কোহলি ও জয়সোয়ালের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। কোহলি ফিরলেও তৃতীয় উইকেটে দুবের সঙ্গে ৪২ বলে ৯২ রানের ইনিংসে আফগানিস্তানকে লড়াই থেকে ছিটকে দেন জয়সোয়াল। জয় থেকে ১৯ রান দূরে থাকতে করিম জানাতের বলে ক্যাচ দিয়ে তিনি থামেন ৩৪ বলে ৬৮ রান করে, তাতে ছিল ৫টি চার ও ৬টি ছক্কা।

জানাতের সে ওভারে থামেন জিতেশ শর্মাও, তবে রিংকু সিংকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন দুবে। ৩২ বলে ৬৩ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি, ইনিংসে ৫টি চারের সঙ্গে মারেন ৪টি ছক্কা। এ নিয়ে টানা দুটি ম্যাচে ৬০-পেরোনো ইনিংস খেললেন দুবে।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা আফগানিস্তানের ইনিংসের হাইলাইটস ছিল নাইবের ইনিংস। এর আগে তাঁর ক্যারিয়ারের একমাত্র অর্ধশতক এসেছিল এ পজিশনেই। আজ তৃতীয় ওভারে রহমানউল্লাহ গুরবাজ ফেরার পর নেমে ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেন তিনি। গুরবাজের পর ইব্রাহিম ফিরলেও নাইবের ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লেতে আফগানিস্তান তোলে ৫৮ রান।

পাওয়ারপ্লের পরও নাইব আক্রমণ চালান ঠিকই, কিন্তু অক্ষর প্যাটেলের বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেননি। সে সময় আফগানদের রানের গতি কমে আসে অক্ষরের বোলিংয়েই। ১২তম ওভারে কোটা পূর্ণ করেন এ বাঁহাতি স্পিনার, ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। শেষ করার আগে নাইবকেও থামান তিনি।

নাইব ফেরার পর বড় ছন্দপতন হয় আফগানিস্তানের। ডেথ ওভারে মুজিব উর রেহমান ও করিম জানাতের ২০-পেরোনো দুটি ক্যামিওতে ১৭০ পেরোয় আফগানিস্তান। ৩২ রানে ৩ উইকেট নেন অর্শদীপ, খরুচে রবি বিষ্ণয় ৩৯ রান দিলেও নেন ২ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ২০ ওভারে ১৭২ (নাইব ৫৭, নজিবউল্লাহ ২৩, মুজিব ২১; অর্শদীপ ৩/৩২, অক্ষর ২/১৭, বিষ্ণয় ২/৩৯)

ভারত ১৫.৪ ওভারে ১৭৩/৪ (জয়সয়াল ৬৮*, দুবে ৬৩, কোহলি ২৯; জানাত ২/১৩, ফারুকি ১/২৮)

ফল ভারত ৬ উইকেটে জয়ী

'অ্যাজেন্ডা' বাস্তবায়নে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, দাবি ম্যাথুসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের নির্বাচক প্যানেলের 'অ্যাজেন্ডা'র কারণে এত দিন তাঁকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নেওয়া হয়নি, এমন দাবি করেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। প্রায় তিন বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার শেষ বলে গিয়ে পাওয়া রোমাঞ্চকর জয়ে অবদান রাখার পর এমন বলেন ৩৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার।

কলম্বোতে গতকাল সিরিজের প্রথম ম্যাচে নতুন বলে ২ ওভার বোলিং করে ম্যাথুস দেন ১৩ রান। ব্যাটিংয়ে ৩৮ বলে ৪৬ রান করে দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন ২০২১ সালের মার্চের পর প্রথমবারের মতো এ সংস্করণে খেলা সাবেক এই অধিনায়ক। ৩ উইকেটে পাওয়া জয়ে ম্যাচসেরাও তিনি।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে ব্যাপক রদবদলের মধ্যে এসেছে নতুন নির্বাচক কমিটি, যার প্রধান সাবেক ওপেনার উপুল থারাঙ্গা। দলে সুযোগ পেয়ে প্রমদ্যা বিক্রমাসিংহের সাবেক নির্বাচক কমিটির সমালোচনা করেন ম্যাথুস। তিনি বলেন, 'লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) শেষ দুই মৌসুমে আমি ব্যাটিং ও বোলিং ভালো করেছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপগুলোর দলে নেওয়া হয়নি। আমাকে কোনো কারণও বলা হয়নি। আপনি যদি অ্যাজেন্ডার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে এমন ঘটতে পারে। আমরা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও সুযোগ পাইনি।'

সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১০ দলের মধ্যে নবম হয়ে ২০২৫

সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার সুযোগ হারায় শ্রীলঙ্কা। সে বিশ্বকাপের মাঝপথে দলের সঙ্গে যোগ দেন ম্যাথুস। গত বছর তিনি প্রায় দুই বছর বিরতি দিয়ে ফিরেছিলেন ওয়ানডে দলে। সীমিত ওভারে সুযোগ না পেলেও এ সময়ে টেস্টে ছিলেন তিনি।

ম্যাথুস বলেছেন, এখনো খেলা চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থানে আছেন তিনি, 'আমি কিন্তু একটা জিনিসে বিশ্বাস করি, যদি আপনি অনুশীলন ও খেলা মন দিয়ে করেন, আপনি নিজের জন্য এমন একটা আবহ তৈরি করতে পারবেন, যেখানে পারফর্ম করা যায়। গত দুই বছরে আমি নিজের প্রচেষ্টা বাড়িয়েছি। আমার মনে হয় আরেকটু খেলতে পারব।'

মাঝে চোটের কারণে বোলিংয়ে নিয়মিত ছিলেন না শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অন্যতম সেরা পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তবে একসময় টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ারপ্লেতে নিয়মিত বোলিং করতেন তিনি। অবশ্য ম্যাথুস চোটের কারণে বোলিং করেননি নাকি তাঁকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলাতে বাধ্য করা হয়েছে;তা নিয়ে ভিন্ন রকমের মত আছে।

এখন অবশ্য বোলিংয়ে বেশ আগ্রহী তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতেও তাঁকে নতুন নির্বাচক কমিটি রেখেছে বলে জানিয়েছেন ম্যাথুস, 'নতুন নির্বাচকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশ পরিষ্কার। তারা আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চেয়েছে, তাদেরটিও বলেছে। আমাদের বেশ ভালো আলোচনা হয়েছে। তারা বলেছে, আমি তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় আছি। এবং আমি কয়েক ওভার করতে পারব কি না। আমি বলেছি, তবশ্যই; যেকোনোভাবে দলকে যদি সহায়তা করতে পারি।দ'

নিজের বোলিং নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'আমি এলপিএলেও বোলিং করেছি, আপনারা আমাকে সম্প্রতি ওয়ানডেতে (ঘরোয়া) বোলিং করতে দেখেছেন। যদি আমার কয়েক ওভার দলের ভারসাম্যে সহায়তা করে এবং অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে একজন অতিরিক্ত ব্যাটার বা একজন বোলার খেলাতে চায়।'

আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এ সিরিজে নতুন অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার অধীন খেলছে শ্রীলঙ্কা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন প্রথম রাউন্ডে সরাসরি সেটে হেরে বাদ মারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জোকোভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে অ্যান্ডি মারের, ড্রয়ের পর এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সম্ভাব্য অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ ভাবা হচ্ছিল সেটিকে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ গতকাল জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু আজ আর্জেন্টিনার টমাস মার্টিন এচেভেরির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মারে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মারে প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেছেন। সেটিও সরাসরি সেটেই। ৬১ মিনিটের প্রথম সেটে লড়াই করে মারে হারেন ৬-৪ ব্যবধানে। কিন্তু ৬-২, ৬-২ ব্যবধানে হারা পরের দুটি সেটে পাত্তাই পাননি তিনটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ব্রিটিশ এ তারকা।

১৬ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ক্যারিয়ারে এ নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার প্রথম রাউন্ডে হারলেন মারে। সর্বশেষ পাঁচ বছর আগে রবার্তো বতিস্তা আগুতের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরেছিলেন তিনি, তবে সেবার ম্যাচ গড়িয়েছিল পঞ্চম সেট পর্যন্ত।

তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে, মারেকে নিয়ে এমন আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কোর্টের পারফরম্যান্সও ইঙ্গিত দিচ্ছে অমন কিছুরই। গত অক্টোবর থেকে এ

নিয়ে টানা চারটি ম্যাচ হারলেন তিনি, সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে হারলেন সাতটিতেই। ক্যারিয়ারে এমন বাজে সময় আর আসেনি ৩৬ বছর বয়সী ব্রিটিশের। গত বছরের মতো চলতে থাকলে এ মৌসুমেই শেষ করবেন ক্যারিয়ার, এমন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি।

শেষ ফোরহ্যান্ডটি নেটে লাগার পর মাথা নুইয়ে নিজের চেয়ারে ফেরেন মারে। কোর্ট ছাড়ার আগে স্টেডিয়ামের চারপাশে হাত নেড়েও বিদায় জানান।

২০১৩ ও ২০১৬ সালের উইম্বলডন এবং ২০১২ সালের ইউএস ওপেনজয়ী মারে টেনিসের সোনালি প্রজন্মের একজন। যে প্রজন্মের সময় ফুরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ২০২২ সালে অবসরে গেছেন রজার ফেদেরার। ২০২৩ সালে চোটের কারণে বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটানো রাফায়েল নাদাল এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও নেই একই কারণে। ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচ অবশ্য ইতিহাসের পেছনে ছুটছেন ঠিকই। এরই মধ্যে ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সার্বিয়ান তারকার সামনে এবার ২৫ নম্বরের হাতছানি। মারের মতো একজনকে এভাবে হারানোর পর তাঁর চেয়ে ১২ বছরের ছোট এবং গত ফ্রেঞ্চ ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া এচেভেরি বলেছেন, 'অ্যান্ডির মতো কিংবদন্তির সঙ্গে খেলা আমার জন্য কঠিন। সে আমার আদর্শদের একজন, তবে আজ আমি দুর্দান্ত খেলেছি। নিজের খেলাটি খেলারই চেষ্টা করেছি, নজর ছিল আমার পয়েন্টের দিকে।'

প্রথম রাউন্ডের অন্য ম্যাচে বেলজিয়ামের 'লাকি লুজার' জিজু বার্গসের কাছে ৫-৭ গেমে প্রথম সেট হারের পর ৬-১, ৬-১ ও ৬-৩ গেমে জেতেন স্তেফানো সিৎসিপাস। চোটের কারণে প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের টেরেন্স আতমানে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম রাউন্ড পেরিয়েছেন দানিল মেদভেদেভও।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভন্দ্রুসোভার বিদায় প্রথম রাউন্ড থেকেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশি দিন নয়, মাস ছয়েক আগের কথা। গত বছরের ১৫ জুলাই উইম্বলডনের ফাইনালে উনস জাবিরকে হারিয়ে ইতিহাস রচনা করেন মারকেতা ভন্দ্রুসোভা। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম অবাছাই নারী হিসেবে উইম্বলডন জয়ের রেকর্ড গড়েন চেক প্রজাতন্ত্রের ২৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়।

ইতিহাস গড়া এই ভন্দ্রুসোভাই

কি না আজ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন। তা,ও আবার তিনি হেরেছেন ইউক্রেনের অবাছাই এক খেলোয়াড়ের কাছে। দায়ানা ইয়াস্ত্রেমস্কার কাছে ভন্দ্রুসোভার হারটি ৬,১, ৬,২ গেমে।

নিজের প্রথম সার্ভিস গেমটাই হারেন ভন্দ্রুসোভা। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। গত সপ্তাহে অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনালে গা গরমের ম্যাচে চোট নিয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভন্দ্রুসোভা। আজ তাঁর খেলা দেখে মনে হয়েছে, সমস্যা এখনো ঠিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এর সুযোগ নিয়ে র্যা ঙ্কিংয়ের ৯৩তম স্থানে থাকা ইয়াস্ত্রেমস্কা প্রথম সেটটি জেতেন মাত্র ৩১ মিনিটে। ম্যাচ শেষে ইউক্রেনিয়ান খেলোয়াড় বলেছেন, 'আজকের ম্যাচটা দারুণ ছিল। (শুরুতে) আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু আমি নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছি। আজ গ্যালারি থেকেও বেশ ভালো সমর্থন পেয়েছি।'

র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০ থাকা খেলোয়াড়দের বিপক্ষে ইয়াস্ত্রেমস্কার চতুর্থ জয় এটি। মেলবোর্ন পার্কে তাঁর সেরা সাফল্য ২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে খেলা।

মেয়ে সারার পর বাবাও ডিপফেকের শিকার, থামাতে বললেন শচীন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাপের বিজ্ঞাপনে শচীন টেন্ডুলকার। যেখানে ভারতীয় কিংবদন্তি বলছেন, 'আমার মেয়ে এই অ্যাপে খেলে থাকে। এখানে খেলে প্রতিদিন ১ লাখ ৮০ হাজার রুপি আয় করা যায়। মাঝেমধ্যে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এখন কত সহজে আয় করা যায়।'

মেয়ের কথা উল্লেখ করে টেন্ডুলকার যে অ্যাপটি ব্যবহারে উৎসাহ জোগাচ্ছেন, সেটি একটি বেটিং অ্যাপ। ভারতজুড়ে ভাইরাল হওয়া বিজ্ঞাপনটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন টেন্ডুলকার।

ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি বলেছেন, বিজ্ঞাপনে বলা কথাগুলো তাঁর নয়। এটি ডিপফেক। টেন্ডুলকারের পুরোনো একটি ভিডিওতে প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর নকল কণ্ঠ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ভুয়া বিজ্ঞাপন বা ডিপফেক ভিডিও বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন টেন্ডুলকার।

প্রযুক্তির সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে কোনো ব্যক্তির শরীর বা নকল কণ্ঠ বসিয়ে তৈরি করা ছবি বা ভিডিওকে ডিপফেক কনটেন্ট বলা হয়। এটি ভুয়া কনটেন্টেরই একটি রূপ, তবে মাত্রাগতভাবে অনেকটাই বাস্তবের

মতো, সহজে আসল, নকল পার্থক্য করা কঠিন। গত বছরের নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা ডিপফেক ছবি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। ওই সময় সারা ও ভারতীয় ওপেনার শুবমান গিলের একটি ছবি ভাইরাল হয়। যেটি আদতে সারা,গিলের ছিল না, সারার সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই অর্জুন টেন্ডুলকার।

মেয়ের ডিপফেক ছবির পর এবার বাবা টেন্ডুলকার ডিপফেক ভিডিওর শিকার হলেন। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে বেটিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনটি শেয়ার করে টেন্ডুলকার লিখেছেন, 'এই ভিডিওগুলো ভুয়া। প্রযুক্তির ব্যাপক অপব্যবহার দেখলে বিরক্তি লাগে। সবাইকে অনুরোধ করছি, এ ধরনের ভিডিও, বিজ্ঞাপন ও অ্যাপগুলোকে প্রচুর পরিমাণে রিপোর্ট করুন।'

এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন টেন্ডুলকার, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর অভিযোগের বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। ভুল তথ্য ও ডিপফেক ছড়ানো বন্ধে তাদের দিক থেকে ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।'

ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে বার্সাকে উড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতল রিয়াল

রিয়াল মাদ্রিদ ৪-১ বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি:তিনি বড় ম্যাচের তারকা। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে দলকে শিরোপা এনে দেওয়া গোলও। সেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রই আরেকবার জ্বললেন স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে। মরুর বুকের 'এল ক্লাসিকো'তে প্রথমার্ধেই আদায় করে নিয়েছেন দারুণ এক হ্যাটট্রিক।

সৌদি আরবে ভিনির আলো ছড়ানোর রাতে বার্সাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে রিয়াল। এটি রিয়ালের ১৩তম স্প্যানিশ সুপার কাপ শিরোপা। এর মধ্য দিয়ে ১৪টি শিরোপা জিতে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে ব্যবধানও কমিয়ে এনেছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দলটি।

চোটের কারণে এ মৌসুমে বেশ ভুগেছেন ভিনিসিয়ুস। সম্প্রতি মাঠে ফিরলেও দেখা পাননি গোলের। কে জানত, নিজের গোলগুলো সব বার্সা ম্যাচের জন্য জমিয়ে রেখেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের পেয়ে রীতিমতো আগুনে রূপ নেন ভিনি। আদায় করে নিয়েছেন লম্বা সময় মনে রাখার মতো এক হ্যাটট্রিকও। এটি এই শতকে এল ক্লাসিকোতে পঞ্চম হ্যাটট্রিক এবং রিয়ালের হয়ে দ্বিতীয়। এই শতকে এত দিন রিয়ালের হয়ে একমাত্র হ্যাটট্রিকটি ছিল করিম বেনজেমার।

এদিন প্রথমার্ধের খেলা ছিল এক কথায় দুর্দান্ত। বার্সা সমর্থকদের জন্য হতাশ হওয়ার অনেক জায়গা থাকলেও, লড়াইটা মোটেই নিরস ছিল না। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে দুই দল। বলের দখল ও আক্রমণে বার্সা এগিয়ে থাকলেও, রিয়ালের আক্রমণগুলো ছিল অনেক বেশি ধারাল ও বিপজ্জনক। তবে ৫ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত বার্সাই। কিন্তু বার্সার সেই প্রচেষ্টা রুখে দেন রিয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রেই লুনিন।

তবে ফিনিশিংয়ে বার্সার ভুলের পুনরাবৃত্তি করেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ৭ মিনিটে জুড বেলিংহামের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণভাবে এগিয়ে গিয়ে কাটান গোলরক্ষককেও। তারপর দারুণ ফিনিশিংয়ে এগিয়ে দেন রিয়ালকে। গোল করেই নিজের আদর্শ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর 'সিউ' উদ্‌যাপনও করেন ভিনি। এরপর বার্সা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান ২-০ করেন ভিনিসিয়ুস। দানি কারভাহালের লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে রদ্রিগো বক্সে ঢুকে বাড়ান ভিনিসিয়ুসের উদ্দেশ্যে। দারুণভাবে স্লাইড করে বলকে জালে জড়ান ভিনি।

ম্যাচের ১০ মিনিটে ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে বার্সা তখন রীতিমতো দিশেহারা। আগ্রাসী হয়ে পরপর কয়েকটি আক্রমণে যায় তারা। যদিও কোনোটিই কাঙ্ক্ষিত গোল এনে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩৩ মিনিটে বার্সার হয়ে ব্যবধান কমান রবার্ট লেভানডফস্কি। বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করে বার্সাকে ম্যাচে ফেরানোর ইঙ্গিত দেন এ পোলিশ স্ট্রাইকার। কিন্তু বার্সাকে হতাশ করে ৩৯ মিনিটে রিয়ালের হয়ে পেনাল্টি

আদায় করে নেন ভিনি। সেই পেনাল্টি অবশ্য তিনি নিজেই নেন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে এই ব্রাজিলিয়ান প্রথমার্ধেই আদায় করে নেন হ্যাটট্রিক। ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার আশায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনে বার্সা। যদিও বার্সার আক্রমণগুলো ছিল নির্বিষ। রিয়ালকে চ্যালেঞ্জে ফেলার মতো তেমন কিছুই করতে পারছিল না জাভি হার্নান্দেজের দল। বরং রিয়ালের তৈরি আক্রমণগুলোই বেশি হুমকি তৈরি করছিল। শেষ পর্যন্ত তেমনই এক আক্রমণ থেকে গোল করে ম্যাচের ইতি টেনে দেন রদ্রিগো। এই আক্রমণটিও তৈরি করেন সেই ভিনিসিয়ুসই।

৬৪ মিনিটে ৪-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বার্সার এই ম্যাচে হারের ব্যবধান বাড়তে না দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া দলটি অবশ্য এ সময় উদ্যমও হারিয়ে ফেলে। অন্য দিকে উজ্জীবিত রিয়ালের চেষ্টা ছিল ব্যবধানটা আরও বড় করার।

এর মধ্যে ভিনিসিয়ুসকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সার রোনাল্‌দ আরাউহো। ১০ জনের দল নিয়ে অলৌকিক কিছু করে দেখাতে পারেনি বার্সা। এমনকি শেষ দিকে চেষ্টা করেও পারেনি ব্যবধান কমাতে। বড় হার নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয় দলটিকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**